সিরিয়ায় তুর্কিপন্থী-কুর্দি যোদ্ধাদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ, নিহত ১০১

সারে-জমিন

শিক্ষকদের অবসরের কোনও বয়সসীমা বাড়ানো হয়নি: ব্রাত্য

রূপসী বাংলা

ইতিহাস বিকৃতি ও রাজনীতি

সম্পাদকীয়

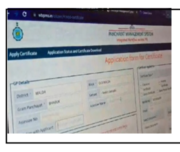

গ্রাম পঞ্চায়েতের সার্টিফিকেট এবার সহজে মিলছে অনলাইনে

সাধারণ

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
৬ জানুয়ারি, ২০২৫
২১ পৌষ ১৪৩১
৪ রজব ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

১০ বছর পর বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি জিতল অস্ট্রেলিয়া

খেলতে খেলতে

Vol.: 20 ■ Issue: 6 ■ Daily APONZONE ■ 6 January 2025 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

দশম শ্রেণির ৫৫০ টাকা ভর্তি ফি জোগাড় করতে না পারায় আত্মঘাতী ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ক্যানিং

আপনজন: দশম শ্রেণিতে ভর্তির ফির জন্য প্রয়োজন ছিল মাত্র ৫৫০ টাকা। কিন্তু সেই টাকা পেশায় ভ্যান চালক বাবার পক্ষে ভর্তির শেষ দিনে দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় ১৪ বছরের কিশোরী নাসিমা মোল্লা আত্মঘাতী হল। ঘটনাটি ক্যানিংয়ের জীবনতলা থানা এলাকার। স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, সারেঙ্গাবাদ ইটখোলা হাই স্কুলে নবম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছিল নাসিমা মোল্লা। ভ্যান চালক কন্যার স্বপ্ন ছিল সামনের বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার। তার জন্য তার বাবা ইসমাইল মোল্লার কাছে সে পীড়াপীড়ি করতে থাকে দশম শ্রেণির ভর্তি ফি ৫৫০ টাকা তাকে দেওয়ার জন্য। কিন্তু তার বাবা সেই টাকা জোগাড় করতে না পারলেও তাকে আশ্বাস দেন কয়েকদিনের মধ্যেই সেই টাকা জোগাড় করে দেবেন। কিন্তু শনিবার ছিল দশম শ্রেণিতে ভর্তির শেষ দিন। স্কুলের তরফেও ভর্তি ফি জমা দেওয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি না করায় বিমর্ষ হয়ে পড়ে নাসিমা। এ নিয়ে সহপাঠীদের কাছে দুঃখের কথাও ব্যক্ত করে। হতাশ হয়ে পড়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার স্বপ্ন শেষ হতে বসায়। অবশেষে সে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার পথ বেছে নেয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার

নাসিমা মোল্লা

দুপুরে তার বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের কেউই ছিল না। সবাই নানা কাজে বাড়ির বাইরে ছিল। সেই সুযোগে চাষের জন্য ঘরে রাখা বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে নাসিমা। পরে বাড়ির লোক এসে বুঝতে পারে সে বিষ পান করেছে। তৎক্ষণাৎ তাকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। ডক্তাররা মরণপণ চেষ্টা চালালেও নাসিমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি। সে যে ভর্তির টাকা জোগাড় করতে না পারার অপমানে আত্মঘাতী হয়েছে সে কথা স্বীকার করেন তার দাদা। তিনি সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, এই সামান্য টাকাও তার বাবার পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব না হলেও অন্য কেউ এগিয়ে আসেনি সাহায্য করতে। তার খেদোক্তি, যদিও কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা শিক্ষা দরদি মানুষ মাত্র ৫৫০ টাকা দিতেন তাহলে হয়তো এভাবে প্রাণ দিতে হত না তার বোনকে।

বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন প্রদীপ ভট্টাচার্য

মমতাকে বহিষ্কারের মূল্য দিতে হচ্ছে কংগ্রেসকে

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেসের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহিষ্কারের পরিণতি এখনও কংগ্রেসকে ভুগতে হচ্ছে, যা পশ্চিমবঙ্গে তাদের অবস্থানকে দুর্বল করেছে। কলকাতার সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যারে ২০২০ সালে প্রয়াত সোমেন মিত্রের আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, ১৯৯৭ সালে তৎকালীন সর্বভারতীয় সভাপতি সীতারাম কেশরীর নির্দেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বহিষ্কারের মূল্য এখনও চোকাতে হচ্ছে। তিনি বলেন, আমি তখন শ্রীরামপুরের সাংসদ ছিলাম। আমি যখন আমার নির্বাচনী এলাকা থেকে কলকাতায় ফিরছিলাম, তখন তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সোমেন মিত্র আমাকে ফোন করে বলেন যে মমতাকে বহিষ্কার করতে বলা হয়েছে। আমি এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছি। কিন্তু সীতারাম কেশরীর কাছ থেকে নির্দেশ আসায় সোমেন মিত্র তা কার্যকর করার জন্য চাপে ছিলেন। তার বক্তব্যের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক শেয়ার হয়েছে। প্রদীপ ভট্টাচার্য যখন মঞ্চে বসেছিলেন তখন তার পাশে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। প্রদীপ ভট্টাচার্য ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন। তিনি পরপর দু'বার

রাজ্যসভার সদস্যও ছিলেন। তিনি বলেন, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত শেষবার যে পশ্চিমবঙ্গ শাসন করেছিল, সেই পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থার কথা উল্লেখ করে প্রদীপ ভট্টাচার্য আরও বলেন, আমি জানি না কবে আমরা এই অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে আসতে পারব। যদিও ১৯৭৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বামফ্রন্ট শাসনের সময় কংগ্রেস বাংলায় একটি শক্তিশালী বিরোধী দল ছিল -যে বছর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) ক্ষমতায় এসেছিল সেসময় তাদের রাজ্য থেকে মাত্র একজন লোকসভা সদস্য ছিল। সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে তিনি বলেন, মমতাকে বহিষ্কারের ফলে প্রদেশ কংগ্রেস দুর্বল হয়ে পড়েছে, এবং আমরা এখনও তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারিনি। কিন্তু শক্তি ফিরে পেতে হলে আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং সোনিয়া গান্ধী, রাহুল এবং মল্লিকার্জুন খাড়গের মতো আমাদের কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশ অনুসরণ করতে হবে। ২০১১ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব পালন করা প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, দলকে অবশ্যই নিজেদের ভিত্তি পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করতে হবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি এখন তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী, কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পরে ১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করেছিলেন এবং ২০১১ সালে সিপিআই (এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

প্রদীপ ভট্টাচার্যের এই মন্তব্যের জেরে রাজনৈতিক টানাপোড়েন শুরু হয়, যার প্রভাব পড়ে রাজ্য কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সমীকরণেও।

বাংলাদেশের জেল থেকে মুক্ত ৯০ জন মৎস্যজীবীকে সংবর্ধনা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি বার্ষিক গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি তদারকি করতে সোমবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সাগর দ্বীপে যাচ্ছেন, রাজ্যের ৯৫ জন মৎস্যজীবীকে সংবর্ধনা দেবেন, যারা সম্প্রতি প্রতিবেশী বাংলাদেশের একটি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

বাংলাদেশের জলসীমায় অনুপ্রবেশের দায়ে অক্টোবর থেকে নভেম্বরের মধ্যে যে মৎস্যজীবীদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী কিছু ক্ষতিপূরণ দেবেন বলে সম্ভাবনা প্রবল। মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে মুক্তি পাওয়া জেলেদের সংবর্ধনা দেবেন। এঁদের বেশিরভাগই কাকদ্বীপের এবং কেউ জেলার নামখানার বাসিন্দা। জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যে সমস্ত উদ্যোগ নিয়েছে এবং সাগর দ্বীপের হেলিপ্যাডের কাছে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। রবিবার সন্ধ্যায় ওই ৯৫ জন মৎস্যজীবীকে সাগর দ্বীপে নিয়ে আসা হয়।

সম্ভল: নিম্ন আদালতের সমীক্ষার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে গেল মসজিদ কমিটি

আপনজন ডেস্ক: সম্ভলের চান্দৌসির শাহি জামা মসজিদ কমিটি ১৯ নভেম্বর নিম্ন আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। অ্যাডভোকেট কমিশনার গত সপ্তাহে একটি সিলড খামে ট্রায়াল কোর্টে জরিপ প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পরে এই পরিস্থিতি ঘটে। তবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, ওই রিপোর্টের ভিত্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন বা চূড়ান্ত কোনও কার্যকর নির্দেশ দেওয়া যায়নি। চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে হাইকোর্টে মসজিদ কমিটির আবেদনের শুনানি হওয়ার কথা। উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্ট সম্ভল ট্রায়াল কোর্টকে নির্দেশ দেওয়ার এক মাসেরও বেশি সময় পরে মসজিদ কমিটি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে, যতক্ষণ না সমীক্ষা আদেশের বিরুদ্ধে মসজিদ কমিটির আবেদনটি হাইকোর্টে তালিকাভুক্ত হচ্ছে।

মহন্ত ঋষিরাজ গিরি সহ আটজন বাদীর দায়ের করা মামলার ভিত্তিতে সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) আদিত্য সিং এই আদেশ দিয়েছিলেন, যিনি দাবি করেছিলেন যে মসজিদটি ১৫২৬ সালে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মন্দির ভেঙে নির্মিত হয়েছিল। এই সমীক্ষার ফলে ২৪ নভেম্বর সহিংসতা শুরু হয়, যাতে চারজন নিহত হয়। হিন্দু বাদীদের মতে, আলোচ্য মসজিদটি মূলত ভগবান বিষ্ণুর শেষ অবতার কল্কিকে উৎসর্গীকৃত একটি প্রাচীন মন্দিরের (হরি হর মন্দির) স্থান ছিল। ১৫২৬ সালে মুঘল শাসক বাবরের নির্দেশে মন্দিরটি আংশিক ভেঙে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। আইনজীবী হরিশঙ্কর জৈন ও বিষ্ণুশঙ্কর জৈনের মামলায় মসজিদে প্রবেশের অধিকার দাবি করেন। আদালত নিযুক্ত অ্যাডভোকেট কমিশনার রমেশ রাঘব জানিয়েছেন, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি মুখবন্ধ খামে সমীক্ষা রিপোর্ট জমা দিয়েছেন।

প্রথম নজর

কেক কেটে মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন পালন মন্ত্রী বিপ্লবের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: কেক কেটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর জন্মদিন পালন। চলতি বছরে ৭০ বছরে পা রাখলেন তিনি। সেই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর ৬৯ তম জন্মদিনে প্রায় ৬৯ কিলো ওজনের কেক কেটে তাঁর জন্মদিনটি পালন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। রবিবার গঙ্গারামপুর ব্লকের অন্তর্গত গোচিহার এলাকায় একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জন্মদিন পালন করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিএ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, গঙ্গারামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল সহ আরো অনেকে। মুখ্যমন্ত্রীর জন্ম দিবস উপলক্ষে এদিন রক্তদান শিবির ও দুঃস্থ মানুষের জন্য শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ বিষয়ে রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র বলেন, 'আজ আমরা এখানে কেক কেটে মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন পালন করলাম। জেলার সমস্ত ব্লকের নেতৃত্ব দের মধ্যে এই কেক বিতরণ করা হবে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর জন্ম দিন উপলক্ষে আমরা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিলাম। সব মিলিয়ে প্রায় ১০০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন।'

মেমারিতেও কেক কেটে জন্মদিন পালন নেত্রী মমতার

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: মমতা ব্যানার্জীর জন্মদিন উপলক্ষে কেক কেটে মিষ্টিমুখ করিয়ে দুঃস্থ মানুষদের হাতে কম্বল উপহার দেওয়ার মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করেন মেমারি ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নিত্যানন্দ ব্যানার্জী। উপস্থিত ছিলেন মেমারি ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিকাশ হাঁসদা, পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি কর্মাধ্যক্ষ মহঃ শাজাহান, পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ গীতা দাস, মেমারি ১ ব্লক তৃণমূল সংখ্যালঘু সেল সভাপতি মীর পারভেজ উদ্দিন, কৌশিক মল্লিক, কর্মাধ্যক্ষ মৃন্ময় ঘোষ, আব্দুল হাকিম, পার্থ ঘোষ, সুজয় চন্দ্র শিকদার, তাসমিনা খাতুন, মোহাম্মদ মহসিনসহ পঞ্চায়েত সমিতির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

সীমান্ত ইস্যুতে বিধায়ক রেয়াত হোসেনের বিস্ফোরক অভিযোগ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: রবিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় ভগবানগোলা-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে। এদিনের অনুষ্ঠানে ব্লক সভাপতি তথা ভগবানগোলার বিধায়ক রেয়াত হোসেন সরকার সীমান্ত ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দাবি করেন। তিনি বলেন, 'সীমান্তের ওপার (বাংলাদেশ) থেকে উগ্রপন্থীদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বাংলায় নাশকতার অভিসন্ধি করছে কেন্দ্রীয় সরকার। তারা শান্ত বাংলাকে উত্তাল-অশান্ত করতেই ছক কষছে।' বিধায়কের এই মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।

৫ ই জানুয়ারি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত জন্মদিন। এই দিনটি তৃণমূল কর্মীরা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করে থাকে। ভগবানগোলা এক ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগেও রক্তদান শিবির করা হয় রবিবার। শিবিরে ২০৮ জন তৃণমূল কর্মী রক্তদান করেছে। সেইসঙ্গে প্রায় এক হাজার দুঃস্থ মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয় এদিন। এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্যের মাঝে রেয়াত হোসেন সরকার সীমান্ত ইস্যুতে এই বিস্ফোরক দাবি করেন।

যদিও বিজেপি বিধায়ক গৌরী শংকর ঘোষের অভিযোগ, 'রাজ্য সরকার এবং তৃণমূল বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ভোট ব্যাংক মজবুত করছে।'

পাল্টা উত্তরে বিধায়ক রেয়াত হোসেন বলেন, 'সীমান্তের সকল দায়-দায়িত্ব বিএসএফের উপর। বিএসএফ পরিচালনা করে কেন্দ্রীয় সরকার। এখানে রাজ্য সরকারের কোন ভূমিকাই নেই।' দিন কয়েক আগে চরের দুই কৃষককে কাঁটাতার হীন এলাকা দিয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে বাংলাদেশিরা বেধড়ক মারধর করেছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি। কেন্দ্রীয় সরকার কেন সেইসব এলাকায় কড়া নজরদারি চালাচ্ছে না, সে বিষয়েও প্রশ্ন তোলেন বিধায়ক রেয়াত হোসেন।

প্রোমোটারের বিরুদ্ধে খেলার মাঠ দখল করার অভিযোগ ঘিরে ক্ষোভ

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জবরদখল নিয়ে করা বার্তা দিচ্ছে, আর সেখানেই আবারো একটি খেলার মাঠ জোরপূর্বক দখল করার অভিযোগ কয়েকজন প্রোমোটারের বিরুদ্ধে। ঘটনায় থানার দারস্থ এলাকার মানুষ। শান্তিপুর ব্লকের বাবলা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিবেকানন্দ নগর দক্ষিণ পাড়া এলাকার ঘটনা। জানা যায় ওই এলাকায় অগ্রগামী সংঘ ক্লাবের সদস্যরা ক্লাব সংলগ্ন একটি ফাঁকা জায়গা মাঠ হিসাবে ব্যবহার করছে প্রায় ২৫ বছর ধরে। যেখানে সারা বছরই বিভিন্ন অনুশীলন থেকে শুরু করে ফুটবল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়, অংশগ্রহণ করে গ্রামের যুবক থেকে শুরু করে অন্যান্য গ্রামের যুবক রাও। ওই ক্লাবের সদস্যদের দাবি, মাঠ টি মালিকানা না থাকায় ব্যবহার করে ক্লাবের সদস্যরা,কিন্তু বেশ কিছু প্রোমোটার এই মাঠ টিকে জোরপূর্বক দখল করার চেষ্টা করছে।বাধা দিতে গেলে বিভিন্ন হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে ক্লাবের সদস্যদের। এমত পরিস্থিতিতে একাধিক প্রশাসনিক দপ্তরে অভিযোগ জানিও কোন লাভ হয়নি,রবিবার আরো একবার শান্তিপুর থানার দারস্ত হয় ক্লাবের একদল সদস্য।তাদের মূলত দাবী, মাঠের পাশেই রয়েছে আরো কিছুটা অংশ জমি,তারা অর্থর বিনিময় সেইটুকু কিনতে চাইলে তাদের সেখান থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।অভিযুক্ত প্রোমোটাররা মাঠ সহ মাঠের পাশে বাড়তি জায়গাটুকুও দখল করার চেষ্টা করছে।বর্তমান পরিস্থিতিতে পুলিশ প্রশাসন যদি এর বিহিত না করে তাহলে আগামী দিনে বৃহত্তর প্রতিবাদ ছাড়া কোন রাস্তা নেই তাদের। অন্যদিকে অভিযোগের ভিত্তিতে গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

মোবাইলের লোকেশন ট্র্যাক করে ছাত্রকে উদ্ধার নাদনঘাট পুলিশের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পড়তে বেরিয়ে আচমকাই নিখোঁজ হয়ে যাওয়া দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র অঙ্কিত ঘোষকে উদ্ধার করল পূর্ব বর্ধমান জেলার নাদনঘাট থানার পুলিশ। রবিবার তাকে মেদিনীপুরের ডেবরা থানা এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া ছাত্রকে গোপন জবানবন্দির জন্য কালনা মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে, গত ২৮ ডিসেম্বর নফরতপুর পঞ্চায়েতের ইট খোলাপাড়া এলাকার বাসিন্দা অঙ্কিত পড়াশোনা করতে বের হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে

গেলেও বাড়ি না ফেরায় তার পরিবার দুশ্চিন্তায় পড়ে। পরিবারের পক্ষ থেকে নাদনঘাট থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয় এবং অপহরণের মামলা দায়ের করা হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অঙ্কিতের মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে দেখা যায়, সে মেদিনীপুরের ডেবরা এলাকায় অবস্থান করছে। তৎক্ষণাৎ নাদনঘাট থানার পুলিশ ডেবরা থানার সহযোগিতায় ওই এলাকা থেকে অঙ্কিতকে উদ্ধার করে। তবে কীভাবে সে মেদিনীপুরে পৌঁছালো এবং কেনই বা সেখানে গিয়েছিল, তা নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। অঙ্কিতের পরিবারের দাবি, এটি নিছকই নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা নয়, এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে। পুলিশও ঘটনাটিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে এবং অঙ্কিতের বয়ান ও মোবাইলের তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনের চেষ্টা করছে।

সংসদীয় রাজনীতিতে নেতাজি আলাদা দল করে ব্যর্থ, কিন্তু মমতা সফল: কুনাল ঘোষ

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: ভারতবর্ষের রাজনীতির দিকে তাকালে দেখা যাবে নেতাজি পৃথক দল করেছিলেন কিন্তু সংসদীয় রাজনীতিতে তিনি ব্যর্থ হন। রবিবার সাংবাদিকদের সম্মেলনে তৃণমূল নেতা কুনাল ঘোষ বলেন, অপ্রিয় সত্যি কথা এটি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু আলাদা দল করেও দলীয় রাজনীতিতে সফল হতে পারেন নি। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৃথক দল গড়ে সিপিএমকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে সফল হয়েছেন দলীয় রাজনীতিতে। কুনাল ঘোষের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদীপ ভট্টাচার্যের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে বক্তব্য নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, কংগ্রেসের থেকে বেরিয়ে এসে একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাতে মূল কংগ্রেস।সুভাষচন্দ্র বোস, প্রণব মুখোপাধ্যায়রা পৃথক দল গঠন করেও সফল হননি।

একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দল গঠন করে সফল হয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দল গঠন করেছিলেন বলেই আজ সিপিএমের পতন হয়েছে।কংগ্রেস নেতা প্রদীপদা যা বলেছেন তার দলের দিক থেকে বলেছেন। তিনি বর্ষীয়ান নেতা। বাংলার রাজনীতিতে একক দল গড়ে যে সফলতা পেয়েছে সেটা একমাত্র টিমসি। শিল্পীদের নিয়ে কুনাল ঘোষের বক্তব্য, শিল্পীদের প্রতিবাদ করার অধিকার আছে। তবে প্রতিবাদের সীমা পার করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে আক্রমণ করেছে। তাদের তৃণমূল কংগ্রেসর অনুষ্ঠানে প্রবেশ নেই।

বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে কুনাল বলেন, বিএসএফ কর্তব্য পালন করতে পারছে না। বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষা বিএসএফের দায়িত্ব। বাংলাদেশেরটা ব্যাপারটা বিএসএফকে দায়িত্ব নিতে হবে। বিহারের কিছু হলে বিহার পুলিশ দায়িত্ব নেবে। বিএসএফকে ব্যবহার করে কেউ ষড়যন্ত্র করছেন কিনা সেটাও দেখার বিষয়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুভেন্দু অধিকারীর খোলা চিঠি প্রসঙ্গে কুনাল বলেন, ত্রিপুরায় কেন অনুপ্রবেশকরী প্রবেশ করছে। অসম থেকে জঙ্গি ঘাঁটি ধরা পড়ছে।আন্তর্জতিক সীমান্ত দায়িত্ব বিএসএফ- এর। কেন্দ্রের দেখার কথা। বিহার থেকে অস্ত্র নিয়ে ঢুকলে বিহার পুলিশকে দেখতে হবে।

সিপিএমের জেলা সম্মেলন নিয়ে দলের অভ্যন্তরে মতপার্থক্য প্রসঙ্গে কুনাল বলেন, সিপিএম উঠে গেছে। ফেসবুকে বিপ্লব এখন। ডাইনোসরের যুগে চলে গেছে। তৃণমূল কর্মী খুন প্রসঙ্গে শুভেন্দুর বক্তব্য নিয়ে কুনাল বলেন, শুভেন্দু বলুন খুন হল কেনো। পুলিশ এখানে ব্যাবস্থা নিচ্ছে। এই খুন উদ্বেগের। মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে কড়া নির্দেশ দিয়েছে।

পাসপোর্ট জালিয়াতি প্রসঙ্গে কুনাল বলেন, কলকাতা পুলিশের হাতে আর এক বাংলাদেশি গ্রেফতার হয়েছে।

রাজ্যের শিক্ষকদের অবসরের কোনও বয়সসীমা বাড়ানো হয়নি: ব্রাত্য বসু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রাজ্য সরকারি শিক্ষকদের অবসরের বয়স কোন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টকে ঘিরে চারদিকে বিভ্রান্তি ছড়াতে শুরু হয়। শনিবার রাতে কয়েকটি সমাজ মাধ্যম খবর প্রচারিত করে যে রাজ্য সরকার শিক্ষকদের অবসরের বয়স বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংবাদটি সম্পূর্ণ ভুল ও অসত্য। এই ধরনের বিভ্রান্তিমূলক সমাজ মাধ্যমে প্রচার না করার আবেদন জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি সরকারি শিক্ষকদের অবসরের বয়স বাড়ানোর সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়েছেন রবিবার। শনিবার থেকে বিতর্কে শুরু হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভুয়া বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দাবি করা হয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

Post

Bratya Basu
@basu_bratya
Follow

গতকাল রাতে কয়েকটি সমাজ মাধ্যমে একটি খবর প্রচারিত হয়েছে যে,রাজ্য সরকার শিক্ষকদের অবসরের বয়স বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংবাদটি সম্পূর্ণ ভুল ও ভ্রান্তিমূলক।

এমনভাবে ভুয়ো খবর ছড়ানোর প্রচেষ্টা বাস্তবিকই অর্থহীন।

এ ধরনের বিভ্রান্তি সমাজমাধ্যমে প্রচার না করার

সরকারি শিক্ষকদের প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পাঁচ বছর বয়স বাড়ানো হয়েছে। আগে বয়স ছিল অবসরে ৬০ বছর তা বাড়িয়ে ৬৫ করা হয়েছে। এই নোটিশে যে ভূত তা আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী। এরপরেও এই বিভ্রান্ত মুলক প্রচারকে কেন্দ্র করে জোর সওয়াল চলতে থাকে সমাজ মাধ্যমে। এবার এই নোটিশ অর্থাৎ বিজ্ঞপ্তি ও প্রচার যে পুরোপুরি ভুয়ো সে ব্যাপারে মুখ খুললেন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী। সমাজ মাধ্যমে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন এই ধরনের খবর পুরোপুরি অসত্য ও ভুল। সবটাই ভ্রান্তিমূলক। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু রবিবার স্পষ্ট দাবি করেছেন এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি কোন সত্যতা নেই। যারা এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি ভাইরাল করে বিভ্রান্ত তৈরি করছেন অনুগ্রহ করে তা করবেন না বলে রাজ্যে শিক্ষামন্ত্রী আবেদন জানিয়েছেন। রাজ্য সরকার সরকারি শিক্ষকদের অবসরের বয়স বাড়ানোর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি বা বিজ্ঞপ্তি জারি করেনি। এই ধরনের বিভ্রান্ত মুলক প্রচারে রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সতর্ক থাকার আবেদন জানিয়েছেন রাজ্যে শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

মমতার জন্মদিনে শীত বস্ত্র বিতরণ ফজিলার

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: কেক কেটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন করা হল। আর তাঁর দীর্ঘায়ু কামনায় ১০০০ জন দুস্থকে শীতবস্ত্র উপহার দিলেন লোয়া রামগোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ফজিলা বেগম। পাশাপাশি এলাকার বেশ কিছু ক্ষুদেদের হাতে ফুটবল ও ব্যাট-বল তুলে দেওয়া হয়। জানা গেছে, দীর্ঘ এগারো বছর ধরে ওই কর্মসূচি পালন করে আসছেন ফজিলা। তাছাড়াও সারাবছরই এলাকার দুস্থমানুষের পাশে থাকেন তিনি। এদিন গলসি ১ নম্বর ব্লকের রাইপুর গ্রামে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে আগত মানুষদের মনোরঞ্জন করতে এদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দেন অভিনেত্রী মেঘনা হালদার। তিনি নাচ-গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলেন। ফজিলার আয়োজনে খুশি হয়েছেন এলাকার মানুষ।

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে আজহারউদ্দিন খান স্মারক বক্তৃতা

শেখ কামাল উদ্দীন ● কলকাতা

আপনজন: 'বেশী বেতনের চাকরি ছেড়ে কম বেতনের চাকরি নেন আজহার উদ্দীন। কারণ লাইব্রেরিয়ান আজহার সাহেব বইয়ের সংস্পর্শে থাকতে পারবেন।' আজহারউদ্দীন খান স্মারক বক্তৃতার অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে কথাগুলো বলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও নজরুল গবেষক লায়েক আলি খান। তিনি আরও বলেন, 'আজহার উদ্দীন সেই অর্থে কবিতা না লিখলেও তাঁর মধ্যে একটি কবিমন ছিল। তাঁর বইয়ের নামকরণ থেকেই তা স্পষ্ট। যেমন তাঁর গ্রন্থগুলোর কয়েকটির নাম 'রক্তাক্ত প্রান্তর', 'মেধাবী নীলিমা', 'দীপ্ত আলোর বন্যা'' ইত্যাদি। 'উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম মেয়েদের লেখাপড়া' বিষয়ে স্মারক বক্তৃতা দিতে গিয়ে বিশিষ্ট গবেষক স্বপন বসু বাংলার মুসলিম মেয়েদের চিকিৎসা অধ্যয়ণ সম্পর্কে আব্দুর রহিম সম্পাদিত 'বালারঞ্জিকা' পত্রিকার প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করে বলেন, '১৮৯৪ সালে ইদুন্নেসা বিদ্যাময়ী ফিমেল হসপিটালে চিকিৎসক হিসেবে যোগদান করেন। ১৮৯৬

সালে লতিফান্নেসাও চিকিৎসক হন। দুজনেই ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে পড়াশোনা করেন। উনিশ শতকে মুসলিম মেয়েরা এইভাবে চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ণ করেন। এছাড়া বেগম রোকেয়া ও নবাব ফয়জুন্নেসাও মুসলিম নারী হিসেবে বিদ্যাশিক্ষা করেন। অর্থাৎ মুসলমান মেয়েরা পড়াশোনা করতেন তার প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। ক্রাইস্ট চার্চ স্কুলে প্রতিবছর মুসলমান মেয়েরা পড়তেন। ইংরাজী শিক্ষা সেই স্কুলে ছিল বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ সেই সময়ে মুসলমান মেয়েরা ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করতেন।'

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে রবিবার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে এই স্মারক বক্তৃতায় সভামুখ্য ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক পবিত্র সরকার। আজহার উদ্দীনকে নিয়ে এই আলোচনা সভা হচ্ছে বলে তিনি তাঁর মুগ্ধতা প্রকাশ করেন।

এদিনের সভায় বহু বিশিষ্ট শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আজহার উদ্দীন সাহেবের পুত্র, আলিয়া সংস্কৃতি সংসদের সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে আমজাদ হোসেন ও সাইফুল্লা, মীরাতুন নাহার, সুমিতা চক্রবর্তী, অশোক পাল, আরফান আলি বিশ্বাস, নুরুস সালাম, জাহিরুল হাসান, রোশেনারা খান প্রমুখ।

ভাঙড়ে শওকাত-আরাবুলকে কটাক্ষ নওশাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: ভাঙড়ের পরিচয় অধ্যাপিকাকে যে জগ ছুড়ে মারবে তাকে দিয়ে করব না, ভাঙড়ের পরিচয় হবে ভাঙড়েরর যুবক যুবতীদের দিয়ে। নাম না করে শওকত মোল্লা ও আরাবুলকে এভাবেই কটাক্ষ করলেন নওশাদ সিদ্দিকী।

রবিবার শোনপুর বাজার থেকে বিধায়কের উদ্যোগে রক্তদান শিবির থেকে হুংকার দিয়ে ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী আরো বলেন ৮ তারিখে খেলা হবে। ৮ তারিখ ব্যাটাদের কোর্টে নিয়ে গিয়ে জবাব চাইবো। কোর্টে যেতে বাধ্য করব। ওখানে গিয়ে জবাব চাইব। প্রসঙ্গত কিছুদিন আগে ভাঙ্গর থেকে নওশাদ সিদ্দিকীকে জঙ্গি বলে আখ্যায়িত করেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক তথা ভাঙড়ের অবজারভার শওকত মোল্লা। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি এদিন এ কথা জানান। আজকের আয়োজিত এই রক্তদান মহোৎসবের প্রায় তিন হাজার জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাসন্তীর গার্লস স্কুলে সম্প্রীতি সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাসন্তী

আপনজন: অল ইন্ডিয়া পায়ামে ইনসানিয়াতের উদ্যোগে রবিবার এক মনোজ্ঞ আলোচনা অনুষ্ঠিত হল বাসন্তীর নির্দেশখালির সুন্দরবন আল মানার গার্লস মিশনে। পায়ামে ইনসানিয়াতের উপর এই সভায় মূলত সম্প্রীতির বার্তা দেওয়া হয়। এ বিষয়ে বিশিষ্ট আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দরা সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আব্দুস সালাম নদভী, হাফেজ আবুবকর, মাওলানা শাব্বির নাদবি, হাফিজ আব্দুল্লাহ, মাওলানা খুরশীদ নদভী, ডাক্তার সরফরাজ আদিল, মাওলানা মুফাক্কার হোসেন, আব্দুল কাইয়ুম, মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন প্রমুখ । সমগ্র ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মাওলানা আনোয়ার হুসাইন কাসেমী। মাওলানা ইদ্রিস নদভী এবং বাসন্তী ইমাম মুয়াজ্জিন কমিটির মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, মাওলানা আব্দুস সালাম, মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ এদিন হাজির ছিলেন। মানুষের মধ্যে হিংসা, ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়াতে যখন বিশেষ গোষ্ঠী তৎপর তখন এই ধরনের সচেতনতামূলক সভা সমাজে সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি করবে বলে মত প্রকাশ করেন আলোচনা সভার।

ছবি ও তথ্য: নুরুল ইসলাম খান

টাওয়ারের ব্যাটারি চুরি, ধৃত ৭

সাবের আলি ● খড়গ্রাম

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার খড়গ্রাম থানার পুলিশ মোবাইল টাওয়ারের ব্যাটারি চুরির অভিযোগে ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে খড়গ্রাম থানা পুলিশ। তাদের বাড়ি মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকায়। খড়গ্রাম থানার পুলিশ ধৃতদের কান্দি মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতে চেয়েছে খড়গ্রাম পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে থেকে ব্যাটারি এবং বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্রের সূচনা হাবড়ায়

এম মেহেদী সানি ● হাবড়া

আপনজন: সুস্থ সাংস্কৃতির বিকাশে আদর্শ সমাজ গড়তে এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মান উন্নয়নে সূচনা হল 'ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার ফর সোশ্যাল এন্ড কালচারাল ডায়নামিকস'-এর। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়ায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে ওই রিসার্চ সেন্টারের সূচনা করেন বাংলাদেশ 'আইসিএএলডিআরসি' এর সভাপতি প্রফেসর লুৎফর রহমান জয়। 'ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার ফর সোশ্যাল এন্ড কালচারাল ডায়নামিকস'-এর দায়িত্বে থাকা মোশারফ মোল্ল্যা বলেন, 'সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সার্বিক মানোন্নয়নের ব্যাপারে এই সংস্থা সহায়ক হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের গবেষকদের গবেষণাপত্রও সম্পাদনা করা হবে।' এ দিন সম্মেলন থেকে 'আমার আশা ফাউন্ডেশনে'র উদ্যোগে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধিত করা হয়। বিশেষভাবে ভূমিকা রাখেন সমাজকর্মী মোশারফ মোল্ল্যা, বাংলাদেশ থেকে আগত প্রফেসর লুৎফর রহমান জয়, সঞ্জীব বসাক, রেজাউল করিম প্রমুখরা। এদিনের মঞ্চ থেকে সংবর্ধিত হন বাংলাদেশের কৃষি উদ্যোক্তা সুমন আহমেদ, শেখর কুমার কাঞ্জিলাল, সুব্রত দে, ডা: নারায়ন রায়, ড. শাহজাহান মন্ডল, নাফিসা শামীম সহ একাধিক সাংবাদিক, সমাজসেবী, এবং বিশিষ্টজন। উল্লেখ্য, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ক্ষমতার পালাবদল নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের আবহে দু'দেশের সম্পর্ক অটুট রাখতে সম্মেলনের শুরুতে দু'দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন এর মধ্য দিয়ে সম্প্রীতির বার্তা দেন দু দেশের সংগঠকরা।

প্রথম নজর

ভিসা ও ইকামার ফি বৃদ্ধি করল সৌদি আরব

আপনজন ডেস্ক: সম্প্রতি ভিসা ও ইকামার ফি হালনাগাদ করেছে সৌদি আরবের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন আবশের বিজনেস প্ল্যাটফর্ম। ২০২৫ সাল থেকে দেশত্যাগ ও পুনঃপ্রবেশ ভিসার ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১০৩ দশমিক ৫ সৌদি রিয়াল।
অন্যদিকে, ইকামা নবায়নের ফি ৫১ দশমিক ৭৫ রিয়াল এবং একেবারে দেশত্যাগ ভিসার ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৭০ রিয়াল।
এক প্রতিবেদনে গালফ নিউজ জানায়, পাসপোর্ট তথ্য হালনাগাদ করতে হলে খরচ হবে ৬৯ রিয়াল।
এছাড়া কর্মচারী সংক্রান্ত প্রতিবেদন চাওয়ার ফি ২৮ দশমিক ৭৫ রিয়াল।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্টে জানানো হয়, এই ফি শুধুমাত্র অতিরিক্ত সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং এটি নিয়োগকর্তাদের বার্ষিক প্যাকেজের অংশ নয়।
একই সঙ্গে ভিজিট ভিসাধারী গায়েবের ঘটনায় রিপোর্ট দাখিলের জন্য আবশের প্ল্যাটফর্ম নতুন সেবা চালু করেছে। এটি সৌদি আরবের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে।
এই সেবার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে। সেগুলো হলো- ভিজিটর ভিসা অবশ্যই ব্যক্তিগত বা পারিবারিক হতে হবে। ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাত দিন পর রিপোর্ট দাখিল করা যাবে। ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৪ দিনের বেশি সময় পেরিয়ে গেলে রিপোর্ট দাখিল করা যাবে না।
ভিসার স্ট্যাটাস অবশ্যই মেয়াদোত্তীর্ণ হতে হবে। প্রতিটি দর্শনার্থীর জন্য কেবল একটি রিপোর্ট দাখিল করা যাবে এবং একবার রিপোর্ট জমা দিলে তা বাতিল করার সুযোগ থাকবে না।

১৬ কোটি টাকায় বিক্রি হল ২৭৬ কেজি ওজনের টুনা মাছ

আপনজন ডেস্ক: জাপানে ২৭৬ কেজি ওজনের ব্লুফিন প্রজাতির সুবিশাল একটি টুনা মাছ ১৩ লাখ ১৬ হাজার ৮৩৫ ডলারে (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৬ কোটি টাকা) বিক্রি হয়েছে।
শনিবার (৪ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় ভোরে রাজধানী টোকিও'র জনপ্রিয় তোয়োসো মাছ বাজারে অনুষ্ঠিত হয় এই নিলাম।
নিলামের শুরু থেকেই ক্রেতাদের নজর ছিল ওমা শহরের ব্লুফিন টুনা মাছটির উপর। সঠিক পরিমাণে চর্বি থাকায় সুউচ্চ গুণসম্পন্ন এই শহরের টুনা মাছগুলো পরিচিত ব্ল্যাক ডায়মন্ড হিসেবে। নিলামে মাছটি যৌথভাবে কিনে নেয় পাইকারি প্রতিষ্ঠান ইয়ামাইয়ুকি এবং বিখ্যাত 'সুশি জিনজা উনোদেরা' রেস্টুরেন্ট।
আয়োজকরা বলেন, তোয়োসো মাছ বাজারের যাত্রা শুরুর পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দামে বিক্রি হওয়া মাছ এবারের টুনা মাছটি।
উনোদেরা গ্রুপের এক কর্মকর্তা বলেছেন, 'প্রথম টুনাটি এমন যেটি ভালো কিছু বয়ে আনে। আমাদের ইচ্ছা হলো মানুষ এটি খাবে এবং তাদের পুরো বছরটি ভালো যাবে।'
এদিকে জাপানিদের নজর কাড়তে মূলত এই নিলামটি ব্যবহার করে বড় কোম্পানিগুলো। যারা নিলামের মাধ্যমে মাছটি কিনতে পারে তাদের ব্যাপক প্রচার প্রচারণা হয়।
জাপানের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামে একটি টুনা বিক্রি হয়েছিল ২০১৯ সালে। সে বছর সুশি জানমাই ন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট কোম্পানির মালিক কিয়োশি কিমোরা ৩৩৩ দশমিক ৬ মিলিয়ন ইয়েন দিয়ে মাছটি কিনেছিলেন।

সিরিয়ায় তুর্কিপন্থী-কুর্দি যোদ্ধাদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ, নিহত ১০১

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে তুরস্ক-সমর্থিত বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী ও সিরিয়ার কুর্দি বাহিনীর মাঝে লড়াইয়ে শতাধিক যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। গত দুই দিনে দেশটির উত্তরাঞ্চলে সংঘাতে এই যোদ্ধারা নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক পর্যবেক্ষক গোষ্ঠী সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস।
বার্তা সংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, সিরিয়ার মানবিজ শহরের আশপাশের কয়েকটি গ্রামে গত শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যা থেকে শুরু হওয়া সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত ১০১ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে তুরস্ক-সমর্থিত গোষ্ঠীর ৮৫ সদস্য ও কুর্দি-সংখ্যাগরিষ্ঠ সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেসের (এসডিএফ) ১৬ সদস্য রয়েছেন।
গত ২৭ নভেম্বর ইসলামপন্থী বিদ্রোহীদের নেতৃত্বাধীন অভিযান শুরুর মাত্র ১১ দিনের মাথায় ৮ ডিসেম্বর সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পতন ঘটে।
আসাদের পতনের পরপরই উত্তর সিরিয়ায় তুর্কি-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলো আবারও এসডিএফের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে।
তুরস্ক-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলো এসডিএফের কাছ থেকে উত্তর আলেপ্পো প্রদেশের মানবিজ এবং তাল রিফাত শহরের দখল নিয়ে নেয়। তখন থেকে উত্তর সিরিয়ায় প্রায় প্রতিদিনই সংঘর্ষ চলছে।
এতে উভয়পক্ষের ব্যাপক হতাহতের ঘটনাও ঘটছে। তবে এক বিবৃতিতে এসডিএফের দাবি, তারা তুরস্কের ভাড়াটে সৈন্যদের তুর্কি ড্রোন ও বিমান ব্যবহার করে চালানো সব হামলা প্রতিহত করেছে।
অবজারভেটরির প্রধান রামি আবদেল রহমান বলেছেন, তুর্কি-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলো রাক্কায় যাওয়ার আগে কোবান এবং তাবকা শহরের দখল নেওয়ার পরিকল্পনা করছে।
এসডিএফ সিরিয়ার উত্তর-পূর্বের বিস্তীর্ণ এলাকা এবং পূর্বে দেইর ইজোর প্রদেশের কিছু অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। সিরিয়ায় ২০১১ সালে গৃহযুদ্ধের শুরুর সময় ওই অঞ্চল থেকে সরকারি বাহিনী প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। পরে কুর্দিরা সেখানে স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করে।
মার্কিন সমর্থন পাওয়া এই গোষ্ঠীটি বর্তমানে জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের (আইএস) কাছ থেকে দখল ছিনিয়ে নেওয়ার পর রাক্কাসহ ওই অঞ্চলের বেশিরভাগের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। আঙ্কারা এসডিএফকে কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টির (পিকেকে) অনুসারী বলে মনে করে; যারা দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্কে এক দশক ধরে বিদ্রোহ করছে। তুরস্কের সরকার এই গোষ্ঠীকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

বাশার আল-আসাদের শাসনের পতনের পর উন্মোচিত হল গোপন সুড়ঙ্গপথ

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসের কাছের মাউন্ট কাসিউনের ঢালে আবিষ্কৃত হয়েছে এক জটিল সুড়ঙ্গপথের নেটওয়ার্ক। এই সুড়ঙ্গপথ সিরিয়ার সামরিক ঘাঁটি থেকে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ পর্যন্ত বিস্তৃত।গত ৮ ডিসেম্বর বিদ্রোহীরা বাশার আল-আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করে তারপর এই গোপন সুড়ঙ্গপথ উন্মোচিত হলো।
শনিবার (৪ জানুয়ারি) এএফপির একজন প্রতিবেদক দামাস্কাসের পাশে অবস্থিত পরিত্যক্ত রিপাবলিকান গার্ড ঘাঁটিতে এই সুড়ঙ্গপথ পরিদর্শন করেন। ২০২৩ সালের ৮ ডিসেম্বর বিদ্রোহীদের হাতে দামাস্কাস মুক্ত হওয়ার পর আসাদ মস্কো পালিয়ে যান। হায়াত তাহরির আল শামের সামরিক কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবু সালিম জানান, এই বিশাল ঘাঁটিতে প্রবেশ করার পর তারা একটি বিস্তৃত সুড়ঙ্গপথ আবিষ্কার করেন, যা পাশের পাহাড়ে অবস্থিত প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের সঙ্গে যুক্ত।
আসাদের শাসনকালে মাউন্ট কাসিউন সাধারণ মানুষের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। এই পাহাড়ের অবস্থান ছিল স্নাইপারদের জন্য আদর্শ, যেখান থেকে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবন পর্যবেক্ষণ করা যেত। এখান থেকেই আর্টিলারি ইউনিটগুলো বছরের পর বছর বিদ্রোহীদের অবস্থান লক্ষ্য করে হামলা চালাত। এই সামরিক ঘাঁটিতে দুইটি বিশাল বাংকার রয়েছে, যেখানে সৈন্যদের থাকার জন্য ব্যবস্থা ছিল।
বাংকারগুলোতে টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম, বিদ্যুৎ, বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা এবং অস্ত্র মজুত ছিল। পাথরের ভেতর থেকে খোঁড়া কিছু সহজতর সুড়ঙ্গপথ গোলাবারুদ রাখার জন্য ব্যবহৃত হত।
তবে এত জটিল ব্যবস্থার পরও সিরিয়ার সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের অগ্রগতির সামনে টিকতে পারেনি। মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে দামাস্কাসে বিদ্রোহীদের প্রবেশ ঘটেছিল। ঘাঁটির মাটিতে আসাদের ভাই বাসেল আল-আসাদের একটি ভাস্কর্য পাওয়া যায়, যা বিদ্রোহীরা ভেঙে ফেলেছে। বাসেল ১৯৯৪ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। তার বাবা হাফেজ আল-আসাদ ২০০০ সালে মারা যাওয়ার পর বাশার এই স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রহণ করেন।
বর্তমানে বিদ্রোহীরা ঘাঁটিতে আসাদ পরিবারের ছবি লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ব্যবহার করছে। এছাড়াও, ভারী অস্ত্র এবং ট্যাঙ্ক এখনও সেখানকার পাথরের তৈরি শেডের নিচে রয়েছে। মাটিতে বিস্ফোরক ভর্তি বিশাল ব্যারেল সারি সারি সাজানো, যা আসাদের বাহিনী উত্তর সিরিয়ায় বেসামরিকদের উপর হামলার জন্য ব্যবহার করত। জাতিসংঘ এই অস্ত্র ব্যবহারের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।
এই সুড়ঙ্গপথ এবং সামরিক ঘাঁটি আসাদের শাসনকালের গোপন শক্তি এবং তার পতনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এটি বিদ্রোহীদের সফলতার আরেকটি চিহ্ন, যা সিরিয়ার দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় যোগ করেছে।

ব্যর্থতার দায় নিয়ে পদত্যাগ করছেন অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর

আপনজন ডেস্ক: জোট সরকার গঠন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে সরকারপ্রধান ও দলীয় নেতার পদ ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর কার্ল নেহামা।
চ্যান্সেলর নেহামা জানান, তার দল কনজারভেটিভ পিপলস পার্টি ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে জোট গড়ার আলোচনায় কিছু মূল বিষয়ে ঐকমত্য হয়নি। এ আলোচনার প্রক্রিয়ায় উদারপন্থী হিসেবে পরিচিত নিওস নামে আরেকটি রাজনৈতিক দল যুক্ত ছিল। তবে গেল শুক্রবার আলোচনা থেকে সরে দাঁড়ায় দলটি।
অস্ট্রিয়ায় গত সেপ্টেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে অতি ডানপন্থী রাজনৈতিক দল ফ্রিডম পার্টি নজিরবিহীন জয় পায়। তবে অন্য রাজনৈতিক দলগুলো ফ্রিডম পার্টির নেতা হার্বার্ট কিকলের সঙ্গে জোট সরকার গড়ার সম্ভাবনা নাকচ করে দেয়।
এ পরিস্থিতিতে বিশ্লেষকদের অনেকেই বলছেন, জোট সরকার গড়ার আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় রক্ষণশীলরা অস্ট্রিয়ার অতি ডানদের সঙ্গে আলোচনায় ঝুঁকতে পারে কিংবা দেশটিতে নতুন করে নির্বাচন হতে পারে।
সেপ্টেম্বরের ঐ নির্বাচনে ফ্রিডম পার্টি প্রায় ২৯ শতাংশ ভোট পায়। নেহামার কনজারভেটিভ পিপলস পার্টি ছিল দ্বিতীয় অবস্থানে। দলটি ভোট পেয়েছে ২৬ দশমিক ৩ শতাংশ। আর ২১ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে ফ্রিডম পার্টি জানায়, নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে জোট গড়ার আলোচনায় এরই মধ্যে তিন মাস নষ্ট হয়েছে। কিন্তু এ সময়ে স্থিতিশীলতার পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা দেখা গেছে।
তবে ফ্রিডম পার্টির নেতা হার্বার্ট কিকল দেশবাসীর নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য 'অস্ট্রীয় দুর্গ' গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দেশটির ফ্রিডম পার্টিকে রাশিয়ার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন বলে মনে করা হয়। এর আগে দলটি ক্ষমতাসীন জোটের নেতৃত্ব দিয়েছে। দলটি নতুন নির্বাচনের পক্ষে। কেননা, সেপ্টেম্বর থেকে দলটির জনপ্রিয়তা ক্রমেই বেড়েছে বলে জনমত জরিপগুলোয় উঠে এসেছে।

'প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম' পুরস্কার দিলেন বাইডেন

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রেসিডেন্সি ক্ষমতার আর মাত্র ১৫ দিন বাকি। ক্ষমতার শেষ দিকে এসে 'প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম' পুরস্কার প্রদান করেছেন তিনি। চলতি বছর সংস্কৃতি, রাজনীতি ও সক্রিয়তার জগতে ছড়িয়ে থাকা ১৯ জন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ এই বেসামরিক সম্মাননা পুরস্কার পেয়েছেন।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, স্থানীয় সময় শনিবার (৪ জানুয়ারি) এক অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার প্রদান করেন তিনি।
পুরস্কার পেয়েছেন সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন, শেফ জোসে আন্দ্রেস, অভিনেতা মাইকেল জে. ফক্স এবং সংরক্ষণবাদী জেন গুডাল।
বাইডেন আরো যাদের এই সর্বোচ্চ মার্কিন বেসামরিক সম্মাননা প্রদান করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন মানবতাবাদী ও ইউ২ গায়ক বোনো, ফ্যাশন ডিজাইনার রালফ লরেন, 'সায়েন্স গাই' বিল নাই, অভিনেতা ডেনজেল ওয়াশিংটন, বাস্কেটবল তারকা আর্ভিন 'ম্যাজিক' জনসন এবং ভোগ ম্যাগাজিনের সম্পাদক আনা উইনটুর। অন্যান্যরা হলেন টিম গিল (এলজিবিটিকিউ অধিকারকর্মী), ডেভিড রুবেনস্টেইন (উদার দাতা এবং দ্য কার্লাইল গ্রুপের সহ-প্রতিষ্ঠাতা), জর্জ স্টিভেন্স জুনিয়র (লেখক ও পরিচালক এবং আমেরিকান ফিল্ম ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা) এবং আন্তর্জাতিক ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি। হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারা জানান, আর্জেন্টিনীয় খেলোয়াড়ের সময়সূচি জটিলতার কারণে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। এছাড়া বিনিয়োগকারী ও দাতা জর্জ সোরোসও পুরস্কার পান, যা তার ছেলে অ্যালেক্স তার হয়ে গ্রহণ করেন। বাইডেন মরণোত্তর এই মেডেল প্রদান করেন সিভিল রাইটস কর্মী ফ্যানি লু হ্যামার, প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অ্যাশ কার্টার, প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল ও মার্কিন সিনেটর রবার্ট এফ. কেনেডি এবং মিশিগানের প্রাক্তন গভর্নর ও হাউজিং অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট সেক্রেটারি জর্জ রোমনিকে। মিট রোমনি তার পিতার পক্ষে এই সম্মান গ্রহণ করেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে আমেরিকা যাচ্ছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। ট্রাম্পের সঙ্গে তার এ সাক্ষাৎ এমন এক সময়ে হতে চলেছে যখন ইতালির এই প্রধানমন্ত্রী তার পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে পরীক্ষার মুখে পড়েছেন।
গত বছরের ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আবারো বিজয়ী হয়েছেন ট্রাম্প। আর এর মাধ্যমে দেশটির প্রায় আড়াইশো বছরের ইতিহাসে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে এক মেয়াদের বিরতিতে দ্বিতীয়বারের মতো হোয়াইট হাউসে ফিরতে চলেছেন সাবেক এ রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট। অবশ্য নির্বাচনে জিতলেও ট্রাম্প এখনো প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেননি। আগামী ২০ জানুয়ারি তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেবেন। তবে এর আগেই যেন বিশ্ব রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছেন রিপাবলিকান এই নেতা।
রোববার (৫ জানুয়ারি) এক প্রতিবেদনে বার্তাসংস্থা রয়টার্স বলছে, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি ফ্লোরিডা যাচ্ছেন, যেখানে তিনি নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করবেন বলে শনিবার ইতালীয় মিডিয়া জানিয়েছে।
উভয় নেতার এ বৈঠক নিশ্চিত হলে তা হবে এমন এক সময়ে যখন নিয়মিত সাংবাদিকতা ভিসার অধীনে কাজ করার সময়, গত ১৯ ডিসেম্বর ইরানে ইতালীয় সাংবাদিক সিসিলিয়া সালাকে গ্রেফতারের পর পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছেন মেলোনি।
উল্লেখ্য, ড্রোনের যন্ত্রাংশ সরবরাহ করার অভিযোগে মার্কিন পরোয়ানায় মিলানের মালপেনসা বিমানবন্দরে ইরানি ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আবেদিনীকে গ্রেফতার করার তিনদিন পর সালাকে আটক করা হয়। ওয়াশিংটন বলেছে, ২০২৩ সালের হামলায় জর্ডানে তিনজন মার্কিন সেনা সদস্যকে হত্যার ঘটনায় ড্রোনের যন্ত্রাংশ সরবরাহে দায়ী এই ইরানি ব্যবসায়ী। যদিও ইরান সেই হামলায় জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছে।
বৈঠক বিষয়ে ট্রাম্পের মুখপাত্র স্টিভেন চেউং জানান, আমরা এমন বৈঠক নিয়ে আলোচনা করি না, যা হতেও পারে বা নাও হতে পারে। তবে এটি কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আরো ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য ট্রাম্পের ঐতিহাসিক জয়ের পর বিশ্ব নেতারা তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১২ মি.

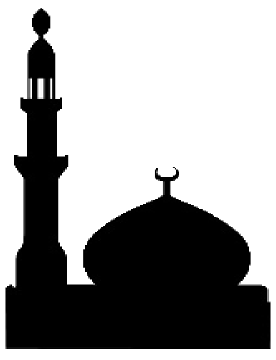

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫২	৬.১৮
যোহর	১১.৪৭	
আসর	৩.৩১	
মাগরিব	৫.১২	
এশা	৬.২৬	
তাহাজ্জুদ	১১.০২	

কুরস্কে ইউক্রেনের নতুন আক্রমণ

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় রবিবার জানিয়েছে, কুরস্ক অঞ্চলে ইউক্রেন নতুন করে আক্রমণ শুরু করেছে। পাশাপাশি সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে বলেছে, ইউক্রেনীয় আক্রমণকারী দলকে প্রতিহত করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারাও অভিযান চালানোর বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন।
গত বছরের আগস্টে প্রথমবার ইউক্রেন কুরস্ক অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল এবং উল্লেখযোগ্য অঞ্চল দখল করেছিল।

জরুরি বৈঠক ডাকলেন নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ও দখলদার ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতির আলোচনায় কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। কাতারের রাজধানী দোহায় এ নিয়ে দফায় দফায় আলোচনা চলছে।
এরইমধ্যে জরুরি বৈঠক ডেকেছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। রোববার সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল জানিয়েছে, স্থানীয় সময় বিকেল ৫টায় কয়েকজন মন্ত্রীকে নিয়ে বৈঠকে বসবেন নেতানিয়াহু। তবে বৈঠকটিতে যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি চুক্তি নিয়েই আলোচনা হবে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানা যায়নি। বৈঠকে উগ্রপন্থি জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন গাভির এবং অর্থমন্ত্রী বাজায়েল স্মোৎরিচও থাকবেন। শুরু থেকেই এই দুই মন্ত্রী গাজায় হামাসের সঙ্গে যে কোনো ধরনের চুক্তির ঘোর বিরোধী। তারা এখনো বলে আসছেন চুক্তিতে কোনো সমর্থন জানাবেন না। চুক্তি করলে নেতানিয়াহুর জোট থেকে বেরিয়ে সরকারের পতন ঘটানোর হুমকিও দিয়েছেন তারা। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ও ইসলামিক জিহাদ ইসরায়েলের বিভিন্ন অবৈধ বসতিতে হামলা চালিয়ে প্রায় ২৫০ জনকে গাজায় জিম্মি হিসেবে নিয়ে যায়। এরমধ্যে ওই বছরের নভেম্বরে এক সপ্তাহের যুদ্ধবিরতিতে শতাধিক জিম্মি মুক্তি পান। এরপর আর কোনো চুক্তি না করে সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জিম্মিদের মুক্তির চেষ্টা চালিয়েছিল ইসরায়েলি সেনারা।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
২০ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ২১ পৌষ ১৪৩১, ৪ রজব ১৪৪৬ হিজরি

কথা বরং কম

আব্রাহাম লিংকন বলিয়াছিলেন, 'আপনি কিছু সময় কিছু লোককে মিথ্যা কথা বলিয়া বোকা বানাইতে পারেন, কিন্তু সকল সময় সকলকে বোকা বানাইতে পারিবেন না।' কথাটি প্রায় দেড় শত বছর পূর্বের। তখন সত্য আড়াল করা তুলনামূলক কিছুটা সহজ ছিল। কিন্তু এই আধুনিক যুগে তথ্যের আড়াল রাখা অসম্ভব প্রায়। এই যুগে কোথায় কী ঘটিতেছে, কী উদ্দেশ্যে কোন ছবি বিকৃত করা হইয়াছে, কে বা কাহারা করিয়াছে, কীভাবে তথ্যের অতিরঞ্জন ঘটানো হইতেছে—এই ধরনের সাধারণ তথ্য এখন বিস্ময়কর তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে খুব সহজেই যাচাই করা যায়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, যেই সত্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট, তাহাকে আড়াল করিয়া কেন এত মিথ্যার বেসাতি? আমরা ছোট্ট একটি সংবাদের শিরোনামের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারি। 'পক্ষপাতমূলক আচরণ চাই না', কথাটি শুনিতে নিঃসন্দেহে খুব ভালো। যাহাদের কাজ সুষ্ঠু স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখিয়া লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করা—তাহাদের নিকট হইতে তো পক্ষপাতমূলক আচরণ কাম্য নহে। সুতরাং যখন বলা হয় 'পক্ষপাতমূলক আচরণ চাই না'—তখন তাহা শুনিতে অনেকটাই নিষ্পাপ শিশুর নিষ্কলুষ বুলির মতো শুনায়। কিন্তু বাস্তবতা কী বলে? যাহারা সম্প্রতি নির্বাচনের মাঠের ঘাসে পা রাখিয়াছেন, তাহারা দেখিয়াছেন সেইখানে ঘাসের জায়গায় কত ধরনের কাঁটা বিছানো। এই ক্ষেত্রে ছোট্ট একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

কয়েক মাস পূর্বে রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি পৌর নির্বাচনের অনিয়ম লইয়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিস্তর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সকল সংবাদে দেখা গিয়াছে, ঐ এলাকায় বিপথগামী লোকদের মাধ্যমে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করা হইয়াছিল। 'উঠান বৈঠকের' নামে পার্শ্ববর্তী জেলা হইতে লোক ভাড়া করিয়া আনিয়া উত্তেজনামূলক বক্তব্য দেওয়া হইয়াছিল—যাহা এলাকায় ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। সেই সকল প্রকাশিত সংবাদে বলা হইয়াছে, প্রশাসনের নাকের ডগায় সন্ত্রাসীরা গাড়িবহর লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেও, নির্বাচন আচরণবিধি বারবার লঙ্ঘন করা হইলেও, প্রশাসন হইতে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। স্বাভাবিকভাবে ভীতিকর পরিবেশের চিত্র দেখিয়া ভোটাররাও হতাশা হইয়াছিলেন। অথচ নির্বাচনকে সুষ্ঠু করিবার জন্য সকল পর্যায় হইতে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল—'যে কোনো মূল্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করা হইবে।'

প্রশ্ন হইল—এই ধরনের ঘোষণা কি কেবল বাত-কা-বাত? নচেৎ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সর্বহারা দলের সাজাপ্রাপ্তদের ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের ভাড়া করিয়া আনিবার সংবাদ আমাদের পড়িতে হইবে কেন? মাদক বিক্রির টাকা ছড়াইয়া এলাকার যুবসমাজকে নষ্ট করিবার খবর বারংবার দেখিতে হইবে সংবাদপত্রে? সবচাইতে ভয়ংকর ব্যাপার হইল, সেই নির্বাচনের আগের দিন রাতে পাঁচটি কেন্দ্রের সিসি ক্যামেরার লাইন কাটিয়া ইভিএমে ভোট কারচুপি ঘটানো হইয়াছে—যাহা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। পাঁচটি কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধ রাখিবার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন তখনই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করা হয় নাই। বরং এই 'বল' অন্য কোর্টে ছুড়িয়া দেওয়া হইল, সেই 'বল' গিয়া পড়িল আরও দূরে, এবং তাহার পর উহা এক অর্থে হিমাগারে চলিয়া গেল।

এই যদি হয় স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনি হাঁড়ির মধ্যকার একটি চাউলের চিত্র, তখন সামগ্রিক চিত্র সহজেই অনুমেয়। এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্তদের কি বেশি কথা বলা উচিত? তাহা কি শোভা পায়? আগেকার দিনের বেশির ভাগ মা তাহার ছোট্ট শিশুটির চোখে কাজল পরাইয়া দিতেন। তাহাতে অন্তত ঐ শিশুটির মধ্যে চক্ষুলজ্জা বলিয়া একটি ভালো গুণ তৈরি হইত। এখন বেশির ভাগ মা তাহাদের বাচ্চাদের চোখে আর কাজল পরান না। সেই জন্য মানুষের মধ্যে চক্ষুলজ্জাও যেন এখন ক্রমশ কমিয়া গিয়াছে। ঢাকাইয়া কুট্টিদের মতো আমাদের মনেও কথাটি গুঞ্জরিত হয়—'আস্তে কন হুজুর, হুনলে ঘোড়ায় ভি হাসব!' যেই কথা শুনিয়া ঘোড়াও হাসিবে, সেই কথা বলিবার দরকার কী? কী দরকার এইভাবে মানুষ হাসানোর? কথা বরং কম বলা ভালো।

•••••••••••••

ট্রাম্প প্রশাসনে ভারতীয়দের নিয়ে বিতর্ক কেন?

নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মূল স্লোগান হলো 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' (আমেরিকাকে আবার মহান করো)। সংক্ষেপে একে বলা হয় 'মাগা'। এই মাগা আন্দোলনের ভেতরে যে দ্বন্দ্ব চলছে, তাতে ভারতের ভূমিকা চোখে পড়ার মতো। এটা হয়তো অবাক করার মতো নয়। মাগার মধ্যে দ্বন্দ্বরত দুটি পক্ষের মধ্যে ভারতকে ঘিরে একটি বিভাজন তৈরি হয়েছে। লিখেছেন **শশী থারুর..**

নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মূল স্লোগান হলো 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' (আমেরিকাকে আবার মহান করো)। সংক্ষেপে একে বলা হয় 'মাগা'। এই মাগা আন্দোলনের ভেতরে যে দ্বন্দ্ব চলছে, তাতে ভারতের ভূমিকা চোখে পড়ার মতো। এটা হয়তো অবাক করার মতো নয়। মাগার মধ্যে দ্বন্দ্বরত দুটি পক্ষের মধ্যে ভারতকে ঘিরে একটি বিভাজন তৈরি হয়েছে। একদিকে রয়েছে তারা, যারা মনে করে আমেরিকাকে মহান করতে হলে বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক কমাতে হবে, কর কমাতে হবে এবং ব্যবসার জন্য শিথিল নিয়মকানুন চালু করতে হবে। তাদের মতে, সরকারের আকার ছোট করে সারা বিশ্ব থেকে সেরা প্রতিভা নিয়ে এসে ব্যবসা-বাণিজ্যে জোয়ার আনার মাধ্যমেই এই কাজ সম্ভব।

অন্যদিকে আরেকটি গোষ্ঠীর মতে, মাগা হলো বহু সংস্কৃতিবাদ, কসমোপলিটানিজম (বিশ্বজনীন জীবনধারা) এবং আমেরিকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহাবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। তাদের বিশ্বাস, আমেরিকার মহান হওয়া মানে আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ-সংস্কৃতি।

এই দুই দলের জন্যই ভারত এখন একটি বড় উদাহরণ। ভারতীয়দের অনেকেই একটি 'আদর্শ সংখ্যালঘু' হিসেবে পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ভারতীয়দের ৭২ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক। ভারতীয় অভিবাসীরা সাধারণত অভিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বোচ্চ আয় করেন।

গত ২৫ বছরে সিলিকন ভ্যালির ২৫ শতাংশ স্টার্টআপ ভারতীয় বা ভারতীয়-আমেরিকানদের নেতৃত্বে তৈরি হয়েছে। এমনকি গুগল, মাইক্রোসফট, অ্যাডোবি ও আইবিএমের মতো বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানির নেতৃত্বেও রয়েছেন ভারতীয়রা।

বিষয়টি থেকে বোঝা যায় যে কেন অর্থনীতিকেন্দ্রিক মাগা গোষ্ঠী ট্রাম্পের প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পদে বেশ কিছু ভারতীয়-আমেরিকানকে মনোনীত করে খুশি। যেমন জে ভট্টাচার্যকে (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অব হেলথ পরিচালনার জন্য) এবং কাশ্যপ প্যাটেলকে (এফবিআইয়ের প্রধান) মনোনীত করা হয়েছে। ট্রাম্প বিবেক রামাস্বামীকে ইলন মাস্কের সঙ্গে 'ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সি' নামে একটি উপদেষ্টা কমিশনের সহপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। এই কমিশনের লক্ষ্য কেন্দ্রীয় বাজেট কমানো।

তবে মাগার শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী এই নিয়োগগুলো নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে। চেন্নাইয়ে জন্মগ্রহণকারী ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট শ্রীরাম কৃষ্ণানকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাবিষয়ক জ্যেষ্ঠ নীতিনির্ধারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার ঘোষণায় তাদের রাগ চরমে পৌঁছায়। এক্সে (সাবেক টুইটার) একজন লিখেছেন, 'আপনারা কি কেউ এই ভারতীয়কে আমেরিকা চালানোর জন্য ভোট দিয়েছেন?'

এ কথা সত্যি যে অভিবাসনের বিরোধিতার পেছনে সব সময় বর্ণবাদ একমাত্র কারণ নয়। খান্না এবং থানেদারের প্রতিক্রিয়া থেকে বোঝা যায় যে অনেক আমেরিকান চাকরির প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বিগ্ন, বিশেষত এমন সময়ে, যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে দ্রুত কর্মী ছাঁটাইয়ের হুমকি তৈরি করছে।

মাগার শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদীদের সমস্যা শুধু 'এই ভারতীয়' নিয়েই নয়। ২০২২ সালে ইলন মাস্ক টুইটার কিনে নেন। এরপর তিনি শ্রীরাম কৃষ্ণানকে কোম্পানিটি পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ১৪ নভেম্বর মাস্ক এক্সে একটি পোস্ট দেন। বিষয় ছিল ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সি কীভাবে চালালে ভালো হয়। কৃষ্ণান সেই পোস্টে উত্তর দেন, 'গ্রিন কার্ডের জন্য দেশভিত্তিক কোটা সরিয়ে দক্ষ অভিবাসনকে উন্মুক্ত করা বড় পরিবর্তন আনতে পারে।'

পরের মাসে ট্রাম্প কৃষ্ণানকে সেই ডিপার্টমেন্টে নিয়োগ দেওয়ার ঘোষণা করলে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মাগার একজন বিশিষ্ট কর্মী লরা লুমার এই ঘোষণাকে 'মারাত্মক বিরক্তিকর' বলে উল্লেখ করেন। তিনি এক উত্তেজিত এবং কিছুটা অগোছালো

> **মাগার শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদীদের সমস্যা শুধু 'এই ভারতীয়' নিয়েই নয়। ২০২২ সালে ইলন মাস্ক টুইটার কিনে নেন। এরপর তিনি শ্রীরাম কৃষ্ণানকে কোম্পানিটি পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ১৪ নভেম্বর মাস্ক এক্সে একটি পোস্ট দেন। বিষয় ছিল ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সি কীভাবে চালালে ভালো হয়। কৃষ্ণান সেই পোস্টে উত্তর দেন, 'গ্রিন কার্ডের জন্য দেশভিত্তিক কোটা সরিয়ে দক্ষ অভিবাসনকে উন্মুক্ত করা বড় পরিবর্তন আনতে পারে।' পরের মাসে ট্রাম্প কৃষ্ণানকে সেই ডিপার্টমেন্টে নিয়োগ দেওয়ার ঘোষণা করলে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মাগার একজন বিশিষ্ট কর্মী লরা লুমার এই ঘোষণাকে 'মারাত্মক বিরক্তিকর' বলে উল্লেখ করেন।**

পোস্টে প্রশ্ন তোলেন, কীভাবে যুক্তরাষ্ট্র অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ করবে এবং 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতি চালু রাখবে, যখন এমন একজন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পান, যিনি 'সব গ্রিন কার্ড কোটার সীমা সরাতে চান?' লুমারের দাবি, এমন হলে বিদেশি শিক্ষার্থীরা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে এমন চাকরি নেওয়ার সুযোগ পাবেন, যা মূলত আমেরিকানদের পাওয়া উচিত। কিন্তু কৃষ্ণান আসলে কেবল দেশভিত্তিক কোটা তুলে দেওয়ার কথা বলেছেন। এই কোটা প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট দেশ থেকে আসা ব্যক্তিদের জন্য গ্রিন কার্ডের (মার্কিন স্থায়ী বসবাসের ভিসা) সংখ্যা বেঁধে দেয়। আর এর ফলে বড় দেশগুলো, বিশেষত ভারতের মতো যেসব দেশে অনেক দক্ষ কর্মী রয়েছেন, তাঁদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

ডেভিড স্যাকস ট্রাম্পের হোয়াইট হাউস কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ক্রিপ্টো উপদেষ্টার পদে মনোনীত হয়েছেন। তিনি বলেন, বর্তমানে প্রতিটি দেশকে সমানসংখ্যক গ্রিন কার্ড বরাদ্দ দেওয়া হয়, তা সেসব যতই যোগ্য প্রার্থী থাকুক না কেন। ফলে ভারতের অনেক আবেদনকারীদের ১১ বছরের বেশি অপেক্ষায় থাকতে হয়। অথচ অনেক দেশের আবেদনকারীদের কোনো অপেক্ষাই করতে হয় না। বাস্তবে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীদের জন্য যে এইচওয়ান-বি ভিসা দেওয়া হয়, তার বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ভারতীয়রা ধরে রাখেন। তবে তাঁরা মোট গ্রিন কার্ডের মাত্র ৭ শতাংশের দাবিদার। মাগা আন্দোলনের অর্থনীতিকেন্দ্রিক গোষ্ঠী চায় যুক্তরাষ্ট্রের 'মহানত্ব' বজায় রাখার জন্য বিশ্বের সেরা ও সবচেয়ে মেধাবী ব্যক্তিদের বৈধ অভিবাসনের মাধ্যমে আমেরিকায় নিয়ে আসতে। কিন্তু লুমার এবং তাঁর সমমনা গোষ্ঠীর কাছে অভিবাসন পুরোপুরিই একটা সমস্যা। তাঁদের মতে, অভিবাসনের ফলে আমেরিকার খ্রিষ্টান এবং ইউরোপীয় জাতীয় চরিত্র হুমকির মুখে পড়ে। ফলে বিদেশিরা 'আমেরিকানদের চাকরি কেড়ে নেওয়ার' সুযোগ পান।

ডানপন্থী বিশ্লেষক অ্যান কোল্টার এ বছর সাবেক রিপাবলিকান প্রার্থী বিবেক রামাস্বামীর উদ্দেশে বলেছিলেন, তিনি তাঁর অনেক মতের সঙ্গে একমত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ভোট দিতেন না। কারণ, তিনি ভারতীয়। ভারতীয় বংশোদ্ভূত দুই কংগ্রেস সদস্য, রো খান্না এবং শ্রী থানেদার সাম্প্রতিক সময়ে একই ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন। খান্না বলেছিলেন যে কৃষ্ণানের মতো প্রতিভাবানেরা চীনে না গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসতে চাইছেন, বিষয়টি উদ্‌যাপন করা উচিত। কিন্তু তাঁর এই মন্তব্যের জবাবে এমন মন্তব্য পাওয়া গেছে, 'তাঁরা এতই ভালো হলে নিজের দেশ ঠিক করলেন না কেন?' আরেকজন বলেছিলেন, 'আমরা সাদা অভিবাসী চাই, বাদামি অনুপ্রবেশকারী বাহিনী নয়।'

শ্রী থানেদার যখন এইচ-ওয়ানবি ভিসা বিতর্কে ভারতীয়-আমেরিকানদের লক্ষ্য করে করা 'জঘন্য মন্তব্য'-এর নিন্দা করেন, তখন তাঁর প্রতিও বর্ণবাদী আক্রমণ শুরু হয়। এক এক্স ব্যবহারকারী লেখেন, 'তোমার জন্য মুম্বাইয়ের একমুখী টিকিট কিনে দিতে পারি?' আরেকজন মন্তব্য করেন, 'তুমি একজন বিদেশি, তোমার দেশের লোকজনকে আমার দেশে নিয়ে আসার জন্য পক্ষে প্রচার চালাচ্ছ, যাতে তারা আমার লোকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে?'

এ কথা সত্যি যে অভিবাসনের বিরোধিতার পেছনে সব সময় বর্ণবাদ একমাত্র কারণ নয়। খান্না এবং থানেদারের প্রতিক্রিয়া থেকে বোঝা যায় যে অনেক আমেরিকান চাকরির প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বিগ্ন, বিশেষত এমন সময়ে, যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে দ্রুত কর্মী ছাঁটাইয়ের হুমকি তৈরি করছে।

মাগা আন্দোলনের দুই পক্ষকেই সন্তুষ্ট করার একটি সহজ সমাধান আছে বলে মনে হয়। ভারতীয় কর্মীদের আমদানি করার পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্র তাঁদের উদ্ভাবন ভারতের কাছেই আউটসোর্স করতে পারে। যদি মার্কিন বিনিয়োগকারীরা উন্নত গবেষণা এবং উদ্ভাবন চালিয়ে যেতে সক্ষম, এমন ভারতীয় সংস্থাগুলোতে অর্থায়ন করেন, তবে যুক্তরাষ্ট্র উদ্ভাবন এবং গতিশীলতার সুফল পেতে পারে অভিবাসনপ্রবাহ না বাড়িয়েই। তবে যাঁরা বর্ণবাদী মনোভাব পোষণ করেন, তাঁদের জন্য সতর্কবার্তা আছে। এই পদ্ধতিতে ভারতও লাভবান হবে। এর অর্থ হলো, মাগাকে একটু বাড়িয়ে তখন 'মেইক আমেরিকা অ্যান্ড ইন্ডিয়া গ্রেট অ্যাগেইন করতে হবে!'

শশী থারুর বিশিষ্ট সংসদ সদস্য ও লেখক
সৌজন্যে: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, ইংরেজি থেকে অনুবাদ

ইতিহাস বিকৃতি ও রাজনীতি

পাশারুল আলম

ইতিহাস হল এক জাতির স্মৃতি। এই স্মৃতি আমাদের অতীতের শিক্ষা ও ভবিষ্যতের দিশা দেখায়। কিন্তু যখন ইতিহাসকে রাজনৈতিক স্বার্থে বিকৃত করা হয়, তখন সেটি জাতির কল্যাণের পরিবর্তে বিভেদের বীজ বপন করে। সাম্প্রতিক কালে ভারতে ইতিহাস বিকৃতির প্রবণতা রাজনীতির হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত, ধর্মীয় মেরুকরণের লক্ষ্যে ইতিহাসের বিশিষ্ট চরিত্রদের ব্যবহার করা হচ্ছে, যা আমাদের সমাজে নতুন বিভাজন তৈরি করছে। একইভাবে দেশের ঐতিহাসিক স্থাপত্যকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে ধারাবাহিকভাবে বিতর্ক সৃষ্টি করে সামাজিক অস্থিরতা নিয়ে এসে নিজেদের রাজনৈতিক ফয়দা তোলার এক প্রয়াস লক্ষ্যণীয়।

ভারতের রাজনীতিতে ইতিহাসের বিকৃতির ধারা সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব যেমন অওরঙ্গজেব, টিপু সুলতান, শিবাজী, ও রানা প্রতাপকে নিয়ে বিতর্কিত প্রচার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিজেপি ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো ইতিহাসের চরিত্রদের সাম্প্রদায়িক রঙে রাঙিয়ে তাদের নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণে ব্যবহার করছে।

উদাহরণস্বরূপ, অওরঙ্গজেব সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি মন্দির ভেঙেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসবিদ সতীশ চন্দ্র বলেন, অওরঙ্গজেবের মন্দির ধ্বংসের ঘটনাগুলো ছিল কেবল বিদ্রোহ দমনের অংশ, কোনো সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে নয়। বরং তিনি বেশ কিছু মন্দির পুনর্নির্মাণেও অবদান রেখেছিলেন। বরং তিনি রানী দুর্গাবতীর অপমান করার পর ভেঙ্গে দেওয়া বিশ্ব নাথের মন্দির পুন:নির্মাণ করেছিলেন । দ্বিতীয় অভিযোগ তিনি হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর আরোপ করেছিলেন । হ্যাঁ তিনি তীর্থ যাত্রী হিন্দুদের উপর কর চাপিয়ে ছিলেন । কিন্তু পূর্ব নির্ধারিত চুয়াত্তর রকমের কর মাফ করে জিজিয়া কর চাপিয়ে ছিলেন । পাশাপশি মুসলমানদের উপর চৌদ্দ রকমের কর বহাল রেখেছিলেন । কিন্তু তিনি যে অখণ্ড ভারতবর্ষ নির্মাণ করে এক অনন্য ভূমিকা নিয়েছিলেন সে কথা বলার প্রয়োজন মনে করেনা ।

একইভাবে শিবাজীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাকে ধর্মনিরপেক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক প্রচারকের রূপ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ইতিহাসবিদ জদুনাথ সরকার শিবাজীর অসাম্প্রদায়িকতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তার সৈন্যবাহিনীতে শত শত মুসলিম সৈনিক ছিলেন, এবং তিনি সব ধর্মের মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। একইভাবে শিবাজী সম্পর্কে বিজেপি যে ভাবে প্রচার দিচ্ছে তাতে মনে হয় একজন ধর্ম নিরপেক্ষ রাজা যেন হিন্দুত্ববাদের প্রচারক ও প্রসারক ছিলেন ! কিন্ত ইতিহাস একেবারে অন্য কথা বলে । মারাঠা সেনা যখন হলদিঘাটের যুদ্ধ করে তখন সম্রাট আকবর নিজে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না। মোগল বাহিনীর হয়ে সেনাপতি ছিলেন রাজা মান সিংহ আর রানা প্রতাপের সেনাপতি ছিলেন হাকিম খান শুর । এর পরেও বলা হয় রানা প্রতাপ ও মোগল এর লড়াই ছিল হিন্দু মুসলমান এর লড়াই । আসলে এই লড়াই ছিলো দুই রাজার মধ্যে লড়াই । দুই জনের সাম্রাজ্য বিস্তার করার জন্য যুদ্ধ। অথচ রাজনৈতিক কারণে আজ রানা প্রতাপকে হিন্দুত্ববাদী হিসাবে চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে ।

একইভাবে টিপু সুলতানের সাম্রাজ্যে হিন্দু মন্দির পুনর্নির্মাণের ঘটনাগুলোকে অগ্রাহ্য করে তাকে ধর্মীয় বিদ্বেষী বলে চিত্রিত করা হয়। মারাঠা বাহিনী যখন দক্ষিণ ভারত টিপু সুলতান এর সাম্রাজ্য

আক্রমণ করে তখন টিপু সুলতানের সমর বলকে পরাজিত করতে না পেরে যুদ্ধ অসমাপ্ত রেখে মারাঠা বাহিনীকে ফিরে আসতে হয় । ফিরতি পথে অভিমানে মারাঠা বাহিনী শ্রীরঙ্গপত্তনম এর মন্দির ভেঙ্গে দেয় । মারাঠা বাহিনী দ্বারা ভেঙ্গে দেওয়া মন্দির টিপু সুলতান পুনরায় তৈরী করে হিন্দুদের হাতে তুলে দেন । মারাঠাদের উদ্দেশ্য ছিল টিপু সুলতাকে অপমান করার কিন্তু টিপু শ্রী রঙ্গপত্তনম মন্দির পুন:স্থাপন করে অসম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়ে ছিলেন । তাই আজও টিপু দক্ষিণ ভারতে হিরো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য টিপু সুলতানের অর্থ সচিব ছিলেন কৃষ্ণ রাও । পুলিস বাহিনীর প্রধান ছিলেন শহিমালইয়েন জার। এছাড়া সেনা বাহিনীর মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন মূলচন্দ ও সুজন রায় । যেমনটা দেখি নবাব সিরাজ উদ্দৌউলার ক্ষেত্রে । মোহল লাল ও মীর মদন । অন্যদিকে সাহিত্য ও কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, লালন ফকির প্রমুখের লেখায় মানবতাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা ফুটে উঠেছে। নজরুলের রচনায় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির সরল ও বলিষ্ঠ বার্তা রয়েছে। মুসলিম শাসকদের সময়ে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মাঝে সহাবস্থান দেখা যায়। মুসলিম শাসকরা স্থানীয় জনগণের সংস্কৃতি এবং ভাষার প্রতি সহনশীল ছিলেন। যা ঐতিহাসিকভাবে সত্য।

আসলে ইতিহাসের বিকৃতি ও তার ফলাফল সমাজে বিভাজন ও হিংসার জন্ম দেয়। অধ্যাপক রোমিলা থাপার বলেন, "ইতিহাসকে ভুলভাবে ব্যবহার করলে তা জনগণের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ানোর মাধ্যম হয়ে ওঠে।" ইতিহাস থেকে আমাদের শেখা উচিত কীভাবে অতীতের ভুলগুলো শুধরে একটি উদার এবং সমৃদ্ধ ভবিষ্যত তৈরি করা যায়। কিন্তু যখন অতীতের ভুলগুলোকেই চিহ্নিত করে বদলার মানসিকতা তৈরি করা হয়, তখন সমাজ আরও পিছিয়ে যায়। তিনি সাম্প্রতিক এক গ্রন্থে বলেছেন, রাস্তা ঘাট আর শহরের নাম পরিবর্তন করাই এখনকার দিনের নতুন ইতিহাস। উদাহরণস্বরূপ, যদি অওরঙ্গজেব বা টিপুকে বিদ্বেষের প্রতীক করে দেখানো হয়, কিংবা শিবাজীকে হিন্দুত্বের প্রতীক বানানো হয়, তাহলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস বাড়বে। ইতিহাসবিদ বিপিন চন্দ্র এই প্রসঙ্গে বলেন, "ইতিহাসের ভুলগুলোকে পুনরায় নিয়ে এসে সমাজে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা কোনোভাবেই জাতীয়তাবাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে না।" তাই যারা এই কাজ করতে চায়, তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি? তা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

সঠিক ইতিহাস আমাদের সঠিক পথ দেখায় আর বিকৃত ইতিহাস আমাদের বিপথে পরিচালিত করে। তাই ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে প্রয়োজন সঠিক ইতিহাস জ্ঞান এবং তার বাস্তবায়ন। জাতি হিসেবে আমাদের উচিত, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে একটি উদার এবং মানবিক সমাজ গঠন করা। রামচন্দ্র গুহ এই বিষয়ে বলেন, "ইতিহাস আমাদের শেখায় কেবল কী ঘটেছিল, তা নয়, কেন ঘটেছিল এবং কীভাবে তা এড়ানো যেত।" অথচ এড়ানোর ফর্মুলা না নিয়ে ইতিহাসের ভুল গুলির পুনরাবৃত্তি করে আর একবার ভুলের রাস্তায় হাটছি। ইতিহাস আমাদের অতীতের ভুলগুলি যাতে না হয় তার শিক্ষা দেয়, কেউ যদি ইতিহাসের ভুল সংশোধন করতে চায়, তাহলে সেই সংশোধনকারী আর একটা ভুল করে।

অতীতে মানুষ ভুল করেছে। কিন্তু সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ গঠন করতে হবে। ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বিভাজন তৈরির পরিবর্তে আমাদের উচিত একজাতীয় মানসিকতা তৈরি করা। আজকে আমরা যা করছি, তা হয়তো সঠিক মনে হবে কিন্তু আজকের দিনগুলি যখন ইতিহাস হিসাবে ব্যবহার করা হবে, আমাদের কার্যকলাপ নিয়ে মূল্যায়ন করা হবে, তখন আমাদেরও শত শত ভুল ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভরে যাবে। শাসকের ইতিহাস, শাসকের জয় পরাজয়ের ইতিহাস, জনগণের ইতিহাস, সমাজ বাস্তবতার ইতিহাস আর সমাজ গঠনের ইতিহাস সব কিছু একই বাক্সে ভরে দিয়ে বিচার করলে বিচারের ভুল হবে। এই ভুলই নিয়ে আসবে সামাজিক ট্র্যাজেডি। যা আমাদের কাম্য হওয়া উচিত নয়।

তাই পরিশেষে বলা যায়, ইতিহাস কখনোই বদলা নেওয়ার হাতিয়ার নয়। এটি আমাদের উন্নতির পথ দেখায়। তাই আমাদের উচিত ধর্মীয় মেরুকরণ ও সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি পরিহার করে একটি অসাম্প্রদায়িক, মানবিক সমাজ গঠন করা। ইতিহাসের ভুলগুলো শুধরে নিয়ে, সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা একটি ঐক্যবদ্ধ ও সমৃদ্ধশালী ভারত গড়ে তুলতে পারি। মানুষ যদি ঘৃণা ও হিংসার বদলে ভালোবাসা ও সহিষ্ণুতার পথে চলতে শিখে, তবেই আসল ইতিহাসের উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

প্রথম নজর

হিফজুল কুরআন অ্যাকাডেমিতে নানা মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: রবিবাররামপুরহাট জে এন হিফজুল কুরআন অ্যাকাডেমি প্রাঙ্গণে মহা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এবং নবীন বরণ। শীতকালের প্রচন্ড ঠান্ডা অ্যাকাডেমির কচিকাঁচাদের উপর আজ যেন কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি। সকাল থেকেই তারা অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ছিল।
এই বার্ষিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জয়কৃষ্ণপুর হাইস্কুলের বিশিষ্ট শিক্ষক মোঃ জসিমউদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নলহাটি হীরালাল ভকৎ কলেজের প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম ও বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুর রেকিব। অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে এই দুই জন বিশেষ অতিথিকে বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। অধ্যক্ষ ড. নূরুল ইসলাম প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞান গর্ভ মূলক আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের অন্যতম বিশেষ অতিথি সমাজসেবী আব্দুর রেকিব ছাত্র-ছাত্রীদের বেশকিছু স্টেজ শো দেখে তিনি চরম প্রশংসা করেন। অ্যাকাডেমির তৃতীয় বার্ষিকীর এই অনুষ্ঠান পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। এরপর নতুন বাচ্চাদের বরণ, কবিতা আবৃত্তি, ইসলামিক সঙ্গীত পরিবেশন হয়। এছাড়া অ্যাকাডেমির বাচ্চাদের দ্বারা মঞ্চস্থ করা হয় সাব্বির আলি রচিত ছোট্ট নাটিকা "আখলাক"। অন্যান্যদের মধ্যে এদিন উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক আব্দুস শুকুর, কামরুজ্জামান, আব্দুর রাফে',জিয়া, সাদিকুল ইসলাম, শিক্ষক নেতা মেরাজ খান, এরশাদ,শিক্ষিকা সমাপ্তি খান, ডঃ রাকিবুল হাসান ও আরও অনেক জ্ঞানী-গুনী ব্যক্তিত্ব।

ঢোলার স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা

সাবির আহমেদ ● ঢোলা

আপনজন: ঢোলাহাট থানার রামচন্দ্রনগর হসপিটাল মোড়ে ২০২৪ সালে গড়ে ওঠা এবিএস মডেল অ্যাকাডেমিতে শনিবার বিদ্যালয় বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতি ছাত্রদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান হয়। স্কুলের কর্ণধার সেলিম উদ্দিন আহমেদ বলেন, প্রথমত আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের ছোট্ট ছোট্ট ছাত্র ছাত্রীদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। সেজন্য প্রয়োজন অভিভাবকদের সহযোগিতা। সেই সাথে বাংলা, ইংরেজি, আরবি, উর্দু,হিন্দি সহ সকল বিষয়ে এমন দক্ষ হিসেবে গড়তে চাই যারা ভবিষ্যতে দেশ বিদেশের যেকোনো জায়গায় যেকোন ভাষায় যেন সাবলীল ভাবে কথা বলতে পারে। উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আব্দুল্লাহ সেখ, মাওলানা জামির হোসেন, মাওলানা নূর হাসান,বসির আহমেদ জাতুয়া ,আব্দুস সালাম সেখ,আবিদ হোসেন প্রমুখ।

দিনহাটায় রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দিনহাটা

আপনজন: দিনহাটা হেল্পিং হ্যান্ড-এর উদ্যোগ এবং পরিচালনায় সম্প্রতি সাহেবগঞ্জের অন্তর্গত পূর্ব সাহেবগঞ্জ ফোরকানিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে রক্তদান শিবির এবং বিনামূল্যের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের মাধ্যমে প্রায় ৪০০ জন রোগী উপকৃত হয়েছেন।
পাশাপাশি ২১ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়, যা থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হবে। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা হেল্পিং হ্যান্ড-এর কর্ণধার ও সমাজসেবী জিয়ারুল রহমান, দিনহাটার চিকিৎসক ও সমাজসেবী ডাঃ অজয় মণ্ডল, চিকিৎসক ডাঃ আলতাপ হোসেন ও ডাঃ ঈশিতা হোসেন ও সংগঠনের সদস্যরা। এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে মূল বার্তা ছিল "যুব সমাজের অংশগ্রহণ, সমাজে আনবে উন্নয়ন/স্বেচ্ছায় রক্তদান, বন্ধনে জাগুক প্রাণ।"

দেগঙ্গায় রক্তদান শিবির ও বস্ত্র বিতরণ

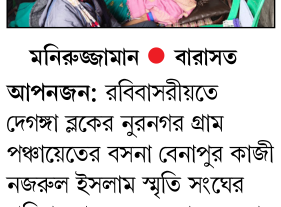

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: রবিবাসরীয়তে দেগঙ্গা ব্লকের নুরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বসনা বেনাপুর কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতি সংঘের পরিচালনায় এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির এবং দুঃস্থ ও অসহায় মানুষদের শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষুকর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি,স্থানীয় প্রধান নজরুল ইসলাম,দশরথ সর্দার,কার্ত্তিক ঘোষ,ইয়ার নবি,শুভঙ্কর ঘোষ সহ আরও অনেকে।

সলিল স্মরণ ও পত্রিকা প্রকাশ মগরাহাটে

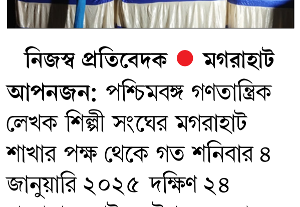

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মগরাহাট

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের মগরাহাট শাখার পক্ষ থেকে গত শনিবার ৪ জানুয়ারি ২০২৫ দক্ষিণ ২৪ পরগনার হোটর স্টেশন সংলগ্ন রেলমাঠে অনুষ্ঠিত হলো কথায় গানে জন্মশতবর্ষে সলিল চৌধুরী স্মরণ ও 'সময়ের সাথি' সাহিত্য পত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে জন্মশতবর্ষে সলিল চৌধুরীর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সুমিত গঙ্গোপাধ্যায় এবং সলিল চৌধুরীকে নিয়ে তথ্যচিত্র নির্মাতা চয়ন ভট্টাচার্য।

গ্রাম পঞ্চায়েতের সার্টিফিকেট এবার সহজে মিলছে অনলাইনে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

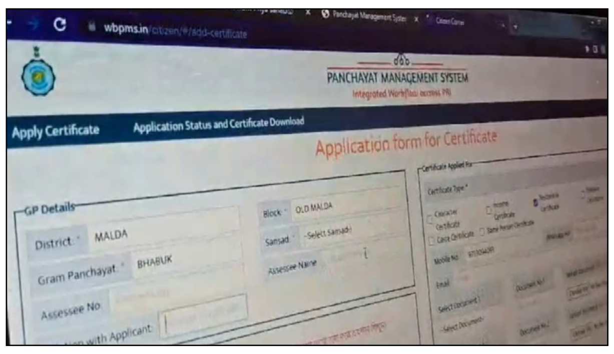

আপনজন: পঞ্চায়েতের সার্টিফিকেটের জন্য আর ছুটতে হবে না পঞ্চায়েত দপ্তর বা অঞ্চল অফিসে। রাজ্যের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার নতুন বছরের শুরুতেই গ্রাম বাংলার মানুষদের জন্য খুশির খবর এনে দিল।
রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তর প্রতিটি অঞ্চল অফিসে নতুন সংযোজন অনলাইনে মিলবে সার্টিফিকেট এই সিস্টেমে আনতে চলেছেন। আগে যেমন পঞ্চায়েত দপ্তরে ঘুরে ঘুরে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট পেতে কালঘাম ছুটতো। এখন তা আর হবে না সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অনলাইনে এবার থেকে পাওয়া যাবে যাবতীয় প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট এমনটা কিন্তু জানিয়েছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী। ইনকাম সার্টিফিকেট হোক কিংবা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট অথবা জাতিগত শংসাপত্রের জন্য প্রধানের সার্টিফিকেট। এরকম মোট ছয় ছয়টি প্রয়োজনীয় জরুরী সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে অনলাইনের মাধ্যমে। এর জন্য নির্দিষ্ট ওয়েব সাইটে গিয়ে আবেদন করলেই সাত দিনের মধ্যে মিলবে সার্টিফিকেট এবং ছয় মাসের মধ্যে সে সার্টিফিকেট ডাউনলোড করতে পারবেন উপভোক্তারা। এতে যেমন অনেকটা গ্রাম বাংলার মানুষজনের ক্ষেত্রে সময় সাশ্রয় হবে তেমন আর আগের মতো হয়রানি হতে হবে না।
এদিকে জেলার ১৪৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পুরাতন মালদহের ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ঘুরে সাধারণ মানুষের মতামত জানা গেল। গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষজনের জানান, আগে অঞ্চল অফিসে গিয়ে হয়রানি হতে হত। কখনো প্রধান থাকতেন আবার থাকতেন না, বলতেন আজ হবে না, কাল আসুন পরশু আসুন। এই ভাবেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের।
তবে নতুন বছরের শুরুতেই পঞ্চায়েত ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু হওয়ায় এবার থেকে অনলাইনে পঞ্চায়েতের যাবতীয় প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট পাবেন গ্রাম বাংলার মানুষেরা। প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল ইন্ডিয়ার অনুকরণে হাঁটতে চলেছে এই রাজ্যের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কটাক্ষ বিজেপির, যদিও তার পাল্টা সাফাই দিয়েছে তৃণমূলে। অনলাইনে সার্টিফিকেট নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকায় মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন পালন

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

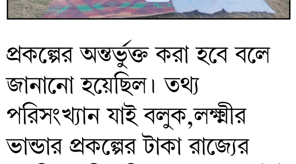

আপনজন: রবিবার সূর্যাস্তের প্রাক্ মুহূর্তে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধায়ের ৭০ তম জন্মদিন পালন করে আনন্দে মেতে উঠলেন প্রত্যন্ত গ্রামের মহিলারা।উল্লেখ্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্ক প্রসুত 'লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্প'।যা দেশ তথা সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত। গত ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক প্রাকমুহূর্তে অর্থাৎ ২০২১ এর ফেব্রুয়ারী মাসে লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্প ঘোষনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।২৫ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত মহিলারা এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন।
পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিগত ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত রাজ্যে ২ কোটি ১৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৭৫ জন মহিলা লক্ষীর ভান্ডারের সুবিধা পেয়েছেন। এছাড়াও ৫ লক্ষ ৭ হাজার ২ জন মহিলার নাম ডিসেম্বর মাসে লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে জানানো হয়েছিল। তথ্য পরিসংখ্যান যাই বলুক,লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পের টাকা রাজ্যের কোটি কোটি মহিলার পাচ্ছেন এটাই বাস্তব এবং দৃঢ় সত্য। এবার সেই লক্ষীর ভান্ডার টাকা দিয়ে লক্ষী পুজো অর্থাৎ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ৭০ তম জন্মদিন পালন করলেন সুন্দরবনের মহিলারা। বাসন্তী ব্লকের আমঝাড়া পঞ্চায়েতের তালদা সন্তোষপাড়া। রবিবার কেক কেটে মুখ্যমন্ত্রীর ৭০ তম জন্মদিন পালন করলেন সন্তোষ পাড়ার দিপালী গায়েন, লিপিকা গায়েন, সোমা গায়েন,স্বপ্ন গায়েন, শঙ্করী মিস্ত্রী, রঞ্জিতা সরকার, উষা মন্ডল, বীণা সরকাররা।

অভিষেকের সেবাশ্রয় প্রকল্পে বাড়ছে ভিড়

আসিফা লস্কর ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও রোগ নির্ণয়ের লক্ষ্যে তাঁর সংসদ এলাকায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে 'সেবাশ্রয়' স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন করেছিলেন, শনিবার তৃতীয় দিনেও সেখানে ভিড় জমল। অভিষেকের দফতর জানিয়েছে, এ দিন ৪১টি স্বাস্থ্য শিবিরে ১১৩৮৮ জন উপস্থিত হয়েছিলেন, শুক্রবারের তুলনায় যা প্রায় পাঁচ হাজার বেশি। এ দিন ৭০৫৩ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ৬৫৩৭ জনকে ওষুধ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও ২৫৩ জনকে স্থানান্তরিত করানো হয়েছে। রোগী স্থানান্তরের ক্ষেত্রে পরিষেবার জন্য রাজ্যের ১২ টি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালকে যুক্ত করা হয়েছে এই কর্মসূচির সঙ্গে। সম্প্রতি আমতলায় চিকিৎসকদের সম্মেলন থেকে নিজের লোকসভা কেন্দ্রের বাসিন্দাদের জন্য এই প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন সাংসদ। অভিষেক মাঝেমধ্যেই বলে থাকেন, 'আমি এক কথার ছেলে, কথা দিলে কথা রাখতে জানি'। বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার, টানা তিন দিন ধরে হাতে কলমে তা চাক্ষুষ করলেন ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার বাসিন্দারা। ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার মোট ৪১টি জায়গায় বাসিন্দাদের জন্য এই স্বাস্থ্য ক্যাম্পগুলির আয়োজন করা হয়েছে। ঘড়ির কাঁটা মেনে তিনদিনই ৪১টি কেন্দ্রে সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়েছে স্বাস্থ্য পরীক্ষা। শেষ হওয়ার সময় বিকেল পাঁচটা থাকলেও তা গড়িয়েছে সন্ধে পর্যন্ত। এভাবে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা তুলে দেওয়ার জন্য শিবিরের চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন অভিষেক।

সাহিত্য সম্মেলন শান্তিনিকেতনে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: রবিবার বোলপুর ডাকবাংলা ময়দানে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য ৯২ তম সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন চলবে তিন দিন। শান্তিনিকেতন শাখার উদ্যোগে এই মহাসম্মেলন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দনাথ সিনহা, বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ, কেন্দ্রীয় সম্পাদক নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য অনিল ধর, অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক শ্রীকিশোর ভট্টাচার্য, এছাড়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সাহিত্য প্রেমিক বাঙালিরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের শুভেচ্ছা ডিআইকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আলিপুর

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সদ্য দায়িত্ব প্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক (ডিআই) সানি মিশ্রকে শুভেচ্ছা জানালো পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনে'র জেলা শাখা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ডিআই-এর দায়িত্বে থাকা সানি মিশ্র গত ৩১ শে ডিসেম্বর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের (ডিআই) দায়িত্ব পেয়েছেন। নতুন ডিআই কে সংবর্ধিত করতে এ দিন আলিপুরের প্রশাসনিক ভবনে উপস্থিত হন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনে'র প্রতিনিধিরা। মাদ্রাসা শিক্ষক নেতা আবু সুফিয়ান পাইকের নেতৃত্বে মাদ্রাসা শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধি দল ডিআইকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়নে এবং মাদ্রাসা শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের অভাব অভিযোগ অসুবিধার কথা তুলে ধরেন। মাদ্রসা সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে ট্রান্সফার নিয়ে আসা শিক্ষকদের অ্যাপ্রভাল দ্রুত ছেড়ে দেওয়ার আর্জিও জানানো হয়। এ দিনের প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন রেজাউল ইসলাম খান, চম্পক নাগ, খলিলুল্লাহ বৈদ্য, পার্থ প্রামাণিক, আলমগীর সরদার, অভিষেক গায়েন, ইউসুফ আলী মল্লিক, মোঃ নাসিম প্রমুখ।

কর্মীসভায় মমতার জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে আমতা সিরাজবাটী অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অঞ্চল কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মীসভায় মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ও চেয়ারম্যান ডা. নির্মল মাজি, উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল ব্লক সভাপতি বিমল কুমার দাস, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও লেখক তথা উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূলের সহ সভাপতি এস এম শামসুদ্দিন প্রমুখ। সভায় মমতার নানা কৃতিত্ব তুলে ধরা হয়।

মাদ্রাসার বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক আলিপুরে

বাইজিদ মন্ডল ● আলিপুর

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের অধীনে আসন্ন ২০২৫ সালের আলিম ফাজিল হাই মাদ্রাসা বোর্ড পরীক্ষা উপলক্ষে শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পরীক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলাপরিষদের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এই আলোচনায়, পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি মাননীয় ড: আবু তাহের কামরুদ্দিন। সূত্র জানা যায় জেলায় এবারে মোট পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ১৬টি যা গতবারের থেকে তিনটি কম বলে জানা যায়। পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ১০ ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে এবং চলবে ২৪/০২/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত।পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার পাশাপাশি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা ব্যাবস্থা যাতে নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়। সে ব্যাপারে মাননীয় পর্ষদ সভাপতি আলোচনায় উপস্থিত প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলেন।এদিন উপস্থিত জেলা সংখ্যালঘু আধিকারিক স্বাস্থ্য পুলিশ পরিবহন আধিকারিক ও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জেলার বিডিও সাহেব ও অন্যান্য অধিকারিক গণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন । এছাড়াও এদিনের আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক মাননীয়া জয়ন্তী জানা, সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক সোমদত্তা মিত্র মহাশয়া,এস আই ডোমা, এছাড়া মাদ্রাসা পরীক্ষা বিষয়ক পরামর্শ দাতা কমিটির সদস্য তৌহিদ আহমেদ, মতিয়ার রহমান শেখ মঞ্জুর আহমেদ, গোলাম মহিউদ্দিন সফি আলম পাইক প্রমুখ।

স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরে উদ্দীপক বক্তৃতা দিলেন ডা. রোজিনা সুলতানা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমারে নামাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রবিবার নামাল ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের সংখ্যালঘু মায়েদের নিয়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্য শেখ সাবীর আলী, নন্দকুমার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার রোজিনা সুলতানা, হিউম্যান হেল্প ফাউন্ডেশন এর সেক্রেটারি ও রাষ্ট্রীয় গৌরব সম্মান প্রাপক সেখ মাতিন, পিস সংগঠনের সেক্রেটারি ওমর ফারুক এবং কোষাধ্যক্ষ তৌহিদ আহমেদ খান , এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষক মোহাম্মদ হুজাইফা এবং নাসির প্রমুখ। উক্ত এলাকা থেকে আগত প্রায় ২০০ জন সংখ্যালঘু মায়েদের নিয়ে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছিল।
সন্তান পালনে এবং তাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি মায়েদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত এ নিয়ে এদিনের সচেতনতা শিবিরে বিস্তর আলোচনা করেন রোজিনা সুলতানা। সমস্যা ও তার সমাধানের পথ খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে নিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

মমতার জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠানেও গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব!

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: রবিবার বিকেলে মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গির ফরিদপুর অঞ্চলের কে এন হাই স্কুল মাঠে একঝাঁক অঞ্চল ব্লক নেতৃত্বের উপস্থিতে কেক কাটার মাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন করা হয়।
বিধানসভার বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাকের নির্দেশে প্রাক্তন ব্লক সভাপতি আরিফ বিল্লাহ এর উদ্যোগে দক্ষিণ জোনের এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন জেলা তৃণমূলের সভাপতি অপূর্ব সরকার,মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ আবু তাহের খান,বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক,ব্লক যুব সভাপতি মোশারফ হোসেন, জেলা সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি মিরাজুল সেখ মিনা প্রমুখ।
এদিনের মঞ্চে বাম কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলের পতাকা হাতে ধরেন কয়েকশো কর্মী সমর্থকরা।
যদিও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না ব্লক সভাপতি মাসুম আলী আহমেদ। তা নিয়ে জল্পনা হওয়ায় বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক বলেন কেনো ব্লক সভাপতি দিদির জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আসেনি সেটা ব্লক সভাপতি নিজেই বলতে পারবেন। যদি ব্লক সভাপতি মাসুম আলী আহমেদ বলেন আমাকে প্রোগ্রামের বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

খাজা মইনুদ্দিন চিশতী স্মরণে অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আমতলা

আপনজন: ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত পীর মরমী কবি খাজা মইনুদ্দিন চিশতী রহমাতুল্লাহ আলাইহির জীবন আলোকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নলেজ সিটির পৌষ মেলায় বাংলার রেনেসাঁর উদ্যোগে এক আলোচনা ও কবিতা পাঠ অনুষ্ঠিত হল। সেই সঙ্গে খাজা মইনুদ্দিন চিশতির আত্মত্যাগী জীবন আলোকে বাংলার রেনেসাঁর ঐতিহ্য সংখ্যা প্রকাশ হয়। দীর্ঘ ২৫ বছর মদিনায় অবস্থানকারী হাফেজ আজিজুল হকের সুললিত কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যে দিয়ে সভার সূচনা হয়। সভার সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক সা'আদুল ইসলাম, প্রধান অতিথি ছিলেন কবি রবিয়েল হক, শিক্ষারত্ন নুরনবী জমাদার, বাংলার রেনেসাঁ সম্পাদক আজিজুল হক, আইনজীবী আদম সফি, অধ্যাপিকা সালেহা বেগম, হাজি সাহাবুদ্দিন, হাজি শাজাহান লস্কর, নাসির উদ্দিন সাঁফুই, শেখ ইউনুস প্রমুখ।

পড়ুয়াদের ব্যাগ বিতরণ রাজনগরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: পড়াশোনার মান উন্নয়ন, উৎসাহ প্রদান, সর্বোপরি পড়াশোনার ভীতকে আরো শক্তিশালী এবং আনন্দ বিনোদনের মাধ্যমে বাচ্চাদের স্কুল মুখী করার লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে শিশু শিক্ষা নিকেতন নামক ফ্রি কোচিং সেন্টারের ব্যবস্থাপনা। পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট রাজনগর খয়রাসোল শাখা। উক্ত সংস্থা পরিচালিত পড়ুয়া সহ তার মায়েদের বিভিন্ন সরঞ্জাম প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন কলকাতার রাজারহাট হেল্পিং হ্যান্ডস,ইউনি ওয়ার্ল্ড সিটি নামক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ৪ ও ৫ জানুয়ারি দুই দিন ধরে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের চারটি গ্রাম এবং রাজনগর ব্লক এলাকার আটটি শিশু শিক্ষা নিকেতন এর পড়ুয়াদের স্কুল ব্যাগ, টুপি, মেয়েদের জন্য চুড়ি দেওয়া হয়।

ইন্দাস বিজ্ঞান কেন্দ্রের সম্মেলন

আর এ মণ্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: রবিবার বাঁকুড়ার ইন্দাস উচ্চ বিদ্যালয়ের শত বর্ষ ভবনে বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের শাখা সংগঠন 'ইন্দাস বিজ্ঞান কেন্দ্রে'র ত্রয়োদশ ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল।সভার শুরুতে জেলার সভাপতি যাইনি মোহন মাহাতো,রাজ্য কমিটির সহ-সম্পাদক অধ্যাপক ডাক্তার পার্থিব বসু,উপদেষ্টার সদস্য কৃষি বিজ্ঞানী অধ্যাপক তরুণ কান্তি বোস এবং সারা ভারত জন বিজ্ঞান নেটওয়ার্কের প্রাক্তন সভাপতি এম কে প্রসাদ,বিশিষ্ট বিজ্ঞানী পদ্মশ্রী এম বিজয়ন প্রমুখদের প্রয়াত হওয়ার স্মরণে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রদীপ কুমার সরকার। বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সম্পাদক জয়দেব চন্দ্র। আলোচনা করেন জেলার সহ-সভাপতি সাধন চন্দ্র দানা।

মেসি বাইডেনের দেওয়া পুরস্কার নিতে যাননি কেন?

আপনজন ডেস্ক: মাত্র দুই বছরেই যুক্তরাষ্ট্রের খেলাধুলার জগৎকে বদলে দিয়েছেন লিওনেল মেসি। তাঁর হাত ধরেই দেশটিতে দেখা যাচ্ছে ফুটবলের নতুন জোয়ার। তবে শুধু ফুটবলেই নয়, এর বাইরে শিশুস্বাস্থ্য ও শিশু শিক্ষাতেও অবদান রেখেছেন মেসি। যার স্বীকৃতিস্বরূপ এবার মেসি পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম। যুক্তরাষ্ট্রের নারী ফুটবলার মেগান রাপিনোর পর মাত্র দ্বিতীয় ফুটবলার হিসেবে এই স্বীকৃতিটা পেলেন মেসি। গতকাল রাতে যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছ থেকে পদক বুঝে নেওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু হোয়াইট হাউসের পুরস্কার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি আর্জেন্টাইন অধিনায়ক।
ব্যক্তিগত কারণে এই পুরস্কার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পারায় মেসি অবশ্য দুঃখও প্রকাশ করেছেন। বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন তারকা অবশ্য শুধু দুঃখ প্রকাশ করেই থামেননি, অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করে একটি চিঠিও নাকি দিয়েছেন তিনি। হোয়াইট হাউসকে মেসির চিঠি দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে মেসির ক্লাব ইন্টার মায়ামিসহ একাধিক ইউরোপিয়ান সংবাদমাধ্যম।
মেসির পুরস্কার জেতার পর এক বিবৃতিতে ইন্টার মায়ামি লিখেছে, 'লিও (মেসি) হোয়াইট হাউসকে একটি বার্তা দিয়েছে। যেখানে মেসি বলেছে, সে দারুণভাবে সম্মানিত এবং এই স্বীকৃতি পাওয়াটা দারুণ সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু সাংঘর্ষিক সূচির কারণে এবং পূর্বপ্রতিশ্রুতির কারণে অনুষ্ঠানটিতে সে উপস্থিত থাকতে পারবে না। তবে অদূর ভবিষ্যতে সে তাঁর (বাইডেন) সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাবে বলে আশাবাদী।'
মেসি ছাড়া এ বছর অন্যদের মধ্যে প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম পেয়েছেন বাস্কেটবল কিংবদন্তি ম্যাজিক জনসন, হলিউড তারকা ডেনজেল ওয়াশিংটন, মাইকেল জে ফক্স, সাবেক ফার্স্ট লেডি হিলারি ক্লিনটনসহ মোট ১৯ জন।
মেসিকে পুরস্কার দেওয়ার বিষয়ে এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউস লিখেছে, 'সে পেশাদার ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল খেলোয়াড়। লিওনেল মেসি ফাউন্ডেশন এবং ইউনিসেফের শুভেচ্ছা দূত হিসেবে বিশ্বজুড়ে শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার বিষয়েও সে কাজ করে যাচ্ছে।'

ভারতকে হারিয়ে ১০ বছর পর বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি জিতল অস্ট্রেলিয়া

আপনজন ডেস্ক: গ্লেন ম্যাকগ্রা কথাটা বলেছেন সিডনি টেস্ট শুরুর আগেই–যশপ্রীত বুমরা না থাকলে এই সিরিজ কিছুটা হলেও একতরফা হয়ে যেত।
আজ সিডনি টেস্টের তৃতীয় দিন ম্যাকগ্রার কথাই যেন ফিরে ফিরে এল বারবার। চোটের কারণে বল করতে পারলেন না বুমরা। চতুর্থ ইনিংসে ১৬২ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নামা অস্ট্রেলিয়াকেও বড় চ্যালেঞ্জে ফেলতে পারল না ভারত। রান তাড়ায় শুরুতে কিছুটা হোঁচট খেলেও শেষ পর্যন্ত ৪ উইকেট হারিয়ে সহজেই গন্তব্যে পৌঁছেছে অস্ট্রেলিয়া।
৬ উইকেটে সিডনি টেস্ট জিতে ১০ বছর পর বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিও জিতল অস্ট্রেলিয়া। সেই সঙ্গে প্যাট কামিন্সের দল জায়গা করে নিয়েছে জুনের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে। টানা চারটি বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি জেতা ভারত এ দফায় ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ হারার পাশাপাশি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ থেকেও ছিটকে গেছে।
রান তাড়ায় নামা অস্ট্রেলিয়া ৫৮ রান তুলতেই হারিয়ে ফেলেছিল ৩ উইকেট। স্যাম কনস্টাস, মারনাস লাবুশেন, স্টিভেন স্মিথ–তিনজনকেই তুলে নেন এক বছর পর টেস্ট খেলতে নামা প্রসিধ কৃষ্ণা।
জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ার তখনো ১০৪ রান বাকি বলে ভারতের সম্ভাবনাও ছিল যথেষ্টই। কিন্তু বুমরা না থাকায় উসমান খাজা, হেডদের জন্য লড়াইটা কিছুটা হলেও কম কঠিন ছিল। এবারের বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে প্রতি ম্যাচেই অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটিং লাইনআপকে সবচেয়ে বড় পরীক্ষায় ফেলেছেন বুমরা। গতকাল খেলার মাঝে মাঠ ছেড়ে যাওয়ার আগপর্যন্ত একাই নিয়েছিলেন ৩২ উইকেট, যখন ভারতের আর কারও ২০ উইকেটও ছিল না।
চোটের কারণে সেই বুমরাই আর বোলিংয়ে ফিরতে পারেননি। আজ সকালে ব্যাটিংয়ে নামলেও পরে ফিল্ডিংয়ের সময় মাঠেই নামেননি। বুমরার অনুপস্থিতিতে কৃষ্ণা ও মোহাম্মদ সিরাজরা অবশ্য ব্যাপক চেষ্টাই করে গেছেন। তবে খাজা-হেডের চতুর্থ উইকেট জুটি ৪৪ রান যোগ করে অস্ট্রেলিয়াকে সুবিধাজনক জায়গায় নিয়ে যায়। এরপর ওয়েবস্টারকে নিয়ে দলকে জয়ের বন্দরেই নিয়ে যান হেড। অবশ্য ৫৮ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে ওয়েবস্টারের অবদানই বেশি। টেস্ট অভিষেকে প্রথম ইনিংসে ফিফটি করা এই অলরাউন্ডার অপরাজিত থেকেছেন ৩৪ বলে ৩৯ রানে, ওয়াশিংটন সুন্দরকে মারা বাউন্ডারিতে জয়ের রানও এসেছে তাঁর ব্যাট থেকেই। হেড অপরাজিত থাকেন ৩৪ বলে। দিন শেষে ম্যাচসেরার স্বীকৃতিটা উঠেছে অবশ্য স্কট বোল্যান্ডের হাতে। ভারত গতকালের ৬ উইকেটে ১৪১ রানের সঙ্গে সকালে ১৬ রান যোগ করতেই যে বাকি ৪ উইকেট হারিয়েছে, তাতে মূল কারণ এই পেসারই। সিরিজে তৃতীয়বারের মতো জশ হ্যাজলউডের বদলে খেলা বোল্যান্ড ৪৫ রানে নিয়েছেন ৬ উইকেট। পুরো সিরিজে সবচেয়ে বেশি উইকেট যাঁর, সেই বুমরা হয়েছেন সিরিজসেরা। তবে দিনশেষে বড় প্রাপ্তিটা অস্ট্রেলিয়ারই। ২০১৪–১৫ মৌসুমের পর এবারই প্রথম বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি জয়, যে জয় কামিন্সদের টানা দ্বিতীয় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও জায়গা করে দিয়েছে।
জুনে লর্ডসের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। গতবার ফাইনাল খেলা ভারতের এবারের পথচলা এখানেই শেষ। শেষ টানা চার আসর ধরে রাখা বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির মালিকানাও।

সংক্ষিপ্ত স্কোর
ভারত: ১৮৫ ও ১৫৭ (পন্ত ৬১, জয়সোয়াল ২২; বোল্যান্ড ৬/৪৫, কামিন্স ৩/৪৪)। অস্ট্রেলিয়া: ১৮১ ও ১৬২/৪ (খাজা ৪১, ওয়েবস্টার ৩৯*, হেড ৩৪*; কৃষ্ণা ৩/৬৫)।
ফল: অস্ট্রেলিয়া ৬ উইকেটে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: স্কট বোল্যান্ড।
সিরিজ: পাঁচ ম্যাচ সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ৩-১ ব্যবধানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য সিরিজ: যশপ্রীত বুমরা।

কলকাতা ডার্বির আগে সবুজ মেরুন শিবির সুবিধাজনক অবস্থায়

আপনজন ডেস্ক: নতুন বছর জয় দিয়েই শুরু করেছে মোহনবাগান। আর এবার সেই আনন্দের রেশ কাটতে না কাটতেই আরও একটি খুশির খবর চলে এল বাগান শিবিরে।
আর মাত্র কয়েকদিন পরেই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কলকাতা ডার্বি। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে নামার আগে আইএসএল-এর পয়েন্ট তালিকায় এবার আরও ভালো জায়গায় পৌঁছে গেল সবুজ মেরুন ব্রিগেড। তাই মাঠে না নেমেই, দ্বিতীয় স্থানে থাকা বেঙ্গালুরু এফসির থেকে পয়েন্টের ব্যবধান অনেকটাই বাড়ল মোহনবাগানের।
উল্লেখ্য, শনিবার আইএসএলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ছিল। প্রথম ম্যাচে গোয়ার মুখোমুখি হয়েছিল ওড়িশা এফসি। আর দ্বিতীয় ম্যাচে বেঙ্গালুরুর খেলা ছিল জামশেদপুরের বিরুদ্ধে। ঘটনাচক্রে এই চারটি দলই আইএসএলের পয়েন্ট তালিকায় প্রথম ছয়ের মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ, তাদের প্রত্যেকের সুযোগ রয়েছে লিগ-শিল্ড জেতার। তাই এই দুটি ম্যাচের দিকে নজর ছিল সবুজ মেরুন সমর্থকদেরও।
প্রথম ম্যাচে ওড়িশাকে ৪-২ গোলে হারিয়ে দিয়েছে গোয়া। প্রথমার্ধে ৩-১ গোলে এগিয়ে যায় তারা। পরে গোয়ার হয়ে ৮ মিনিটের মাথায় গোল করেন ব্রাইসন ফের্নান্দেস। এরপর আবার ২৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে সমতা ফেরান আহমেদ জোহু। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে, গোয়াকে এগিয়ে দেন উদান্তা সিংহ। তবে দ্বিতীয়ার্ধের ৫৩ মিনিটে, আবার গোল করেন ব্রাইসন। ঠিক তিন মিনিট পর, আমে রানাওয়াড়ের আত্মঘাতী গোলে আরও পিছিয়ে পড়ে ওড়িশা। এমনকি, ৮৮ মিনিটে জেরি একটি গোল শোধ করলেও তা কাজে আসেনি। ম্যাচের শেষ দিকে জহৌ লাল কার্ড দেখেন। ফলে, হেরে মাঠ ছাড়তে হয় ওড়িশাকে।
অপর ম্যাচে ৮৪ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে থাকার পরেও হারতে হয়েছে বেঙ্গালুরুকে। ১৯ মিনিটের মাথায় আলবের্তো নগুয়েরার গোলে এগিয়ে যায় বেঙ্গালুরু। এরপর খেলার ৮৪ মিনিটে, জর্ডন মারে জামশেদপুরের হয়ে সমতা ফেরান। ৯০ মিনিটের মাথায় বেঙ্গালুরুর গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিংহ সান্ধুর ভুল কাজে লাগিয়ে গোল করেন মুহম্মদ উভেইস। ফলে, ২-১ গোলে জয় পায় জামশেদপুর।
এমনিতে আইএসএল-এর পয়েন্ট তালিকায় সবার উপরে রয়েছে মোহনবাগান। মোট ১৪ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট তাদের। ওদিকে বেঙ্গালুরু রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। তাদের পয়েন্ট ছিল ১৩ ম্যাচে ২৭। কিন্তু জামশেদপুরের কাছে হারের পর, পয়েন্ট গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ ম্যাচে ২৭। ফলে, বাগানের থেকে পাঁচ পয়েন্টে পিছিয়ে গেছে বেঙ্গালুরু। আর এই ব্যবধানই ১১ জানুয়ারি ডার্বিতে নামার আগে অনেকটাই আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে মোহনবাগান ফুটবলারদের।
উল্লেখ্য, ওড়িশাকে হারিয়ে দিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে গোয়া। ১৩ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট তাদের। অর্থাৎ, পরবর্তী ম্যাচ জিতলে বেঙ্গালুরুকে টপকে যাবে তারা। চার নম্বরে রয়েছে জামশেদপুর। ১৩ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট হল ২৭। পরের ম্যাচ জিতলে বেঙ্গালুরুকে কার্যত, ছুঁয়ে ফেলবে তারা। গোয়ার কাছে হারার জেরে ৬ নম্বরে রয়েছে ওড়িশা। ১৪ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট আপাতত ২০।
অন্যদিকে, গত ম্যাচে জিতেই মোহনবাগান কোচ জোসে মোলিনা জানিয়েছিলেন, "এরপর আমাদের সামনে বড় ম্যাচ। তার আগে বেশ কয়েকদিন ছুটি আছে। সেই সময়টাকে কাজে লাগাতে হবে। সব বিভাগেই উন্নতি করতে হবে আমাদের। আমরা ভালো দল ঠিকই, তবে নিখুঁত নই। তাই সবজায়গাতেই এখনও উন্নতি করতে হবে। সেরা দল হতে গেলে সবদিক দিয়েই উন্নতি করে যেতে হবে ছেলেদের।"
তিনি আরও যোগ করেন, "আশা করি এই ৯-১০ দিনের বিরতিতে আমাদের চোট পাওয়া খেলোয়াড়রা সেরে উঠবে। তবে ইস্টবেঙ্গলেরও বেশ কিছু চোট আঘাতের সমস্যা আছে। আমাদের সব ফুটবলারকেই সুস্থ করে তুলতে হবে। আশা করি যে, ডার্বিতে সবাইকেই দলে পাব আমরা। ডার্বি জিতে সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে চাই।"
আর এবার আরও নিশ্চিন্ত পয়েন্টের ব্যবধান অনুযায়ী। আর মাত্র কয়েকদিন পরেই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কলকাতা ডার্বি। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে নামার আগে আইএসএল-এর পয়েন্ট তালিকায় এবার আরও ভালো জায়গায় পৌঁছে গেল সবুজ মেরুন ব্রিগেড। তাই মাঠে না নেমেই, দ্বিতীয় স্থানে থাকা বেঙ্গালুরু এফসির থেকে পয়েন্টের ব্যবধান অনেকটাই বাড়ল মোহনবাগানের।

সামশেরগঞ্জ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সমাপ্তি হল

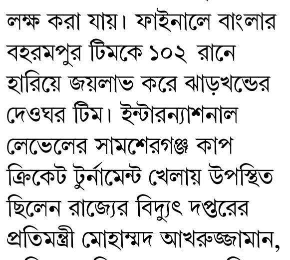

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: টানটান উত্তেজনার আবহে হাজার হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হলো সামশেরগঞ্জ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। বিধায়ক আমিরুল ইসলামের উদ্যোগে এই খেলা ঘিরে দর্শকদের ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়। ফাইনালে বাংলার বহরমপুর টিমকে ১০২ রানে হারিয়ে জয়লাভ করে ঝাড়খন্ডের দেওঘর টিম। ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের সামশেরগঞ্জ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট খেলায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আখরুজ্জামান, জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার এসপি আনন্দ রায়, জঙ্গিপুর লোকসভার সাংসদ খলিলুর রহমান, সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা, ফারাক্কার বিধায়ক মনিরুল ইসলাম, রেজিনগরের বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরী, বেলডাঙ্গার বিধায়ক মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান, জঙ্গিপুরের বিধায়ক জাকির হোসেন, খড়গ্রামের বিধায়ক আশীষ মার্জিত, নবগ্রামের বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল, রাণীনগরের বিধায়ক সৌমিক হোসেন, ফারাক্কার এসডিপিও আমিনুল ইসলাম খাঁন, জঙ্গিপুরের সিআই স্বরূপ বিশ্বাস, সামশেরগঞ্জ থানার ওসি শিবপ্রসাদ ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। উদ্বোধনী পর্বের পরেই টসে জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বহরমপুর টিম। প্রথমে ব্যাট করে ২২২ রান তুলতে সক্ষম হয় দেওঘর টিম। পাল্টা খেলতে নেমে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে বহরমপুর। একের পর এক উইকেট পতনে নির্দিষ্ট ওভারের আগেই ১০ উইকেট হারিয়ে মাত্র ১২০ রান তুলতে সক্ষম হয় বহরমপুর। জয়লাভের পরেই দর্শকদের ব্যাপক উচ্ছ্বাস লক্ষ করা যায়। সকলের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন সাংসদ খলিলুর রহমান। সবশেষে সামশেরগঞ্জ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে জয়ী টিমকে ১ লক্ষ্য ২৫ হাজার টাকা এবং রানার্স টিমকে এক লক্ষ্য টাকা প্রদান করার সাথে দুই টিমকে ট্রফি দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ এবং ম্যান অফ দ্যা সিরিজকেও সংবর্ধিত করা হয়। খেলা শেষে আগামী বছরের ১ লা জানুয়ারি পুনরায় খেলা শুরুর ঘোষণা দেন সামশেরগঞ্জ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট কমিটির পৃষ্ঠপোষক বিধায়ক আমিরুল ইসলাম।

দুই দিনের ১৫তম জেলা মাদ্রাসা গেমস ও স্পোর্টস মিট রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে ১৫তম জেলা মাদ্রাসা গেমস ও স্পোর্টস মিট ২০২৪-২৫ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আগামী ৬ ও ৭ জানুয়ারি দুই দিনের এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ প্রত্যাশিত। প্রতিযোগিতার মাঠ প্রস্তুতির কাজ খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই উপস্থিত হয়েছেন উত্তর দিনাজপুর জেলা মাদ্রাসা ক্রীড়া উৎসব আয়োজন কমিটির সদস্যরা।
এই ক্রীড়া উৎসবের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রাব্বানী এবং সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন জেলা শাসক। কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ হেফজুর রহমান এবং সদস্য আব্দুস শাকির জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনামলে রাজ্যের শিক্ষা এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে উৎসাহ দিতে এই ধরনের আয়োজনের গুরুত্ব অপরিসীম।
উৎসবের প্রারম্ভে উপস্থিত থাকবেন বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তারা আশা করছেন, এই ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়ক হবে। খেলার মাধ্যমে ঐক্য ও প্রতিযোগিতার মানসিকতা তৈরি হওয়ার পাশাপাশি নতুন প্রতিভা আবিষ্কারের সুযোগও বাড়বে।
এদিন খেলার মাঠ এর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে উপস্থিত হন। উত্তর দিনাজপুর জেলা মাদ্রাসা ক্রীড়া উৎসব আয়োজন কমিটি জয়েন্ট সেক্রেটারী মোহাম্মদ হেফজুর রহমান, জেলা কমিটির সদস্য আব্দুস শাকির, নাঈম আলী, রফিকুল ইসলাম, মাজেদুর রহমান সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গগণ।

সাউথ মালদা কলেজে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নাজমুস সাহাদাত ● বৈষ্ণবনগর

আপনজন: পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সাহায্য করে। খেলাধুলা ছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব বলে মনে করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা করাও খুবই জরুরী। এদিন মালদহের বৈষ্ণবনগর সাউথ মালদা কলেজের জমজমাট ভাবে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বৈষ্ণবনগর বিধানসভার বিধায়িকা চন্দনা সরকার। এছাড়াও ছিলেন, সাউথ মালদা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সেখ আহমদ হোসেন প্রথমে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কে শ্রদ্ধা জানিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা করা হয়। এছাড়াও মশাল দৌড়, পেরেড ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং শপথ গ্রহনের মধ্যে দিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করা হয়। এদিনের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাউথ মালদা কলেজের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা খেলায় প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয় হয়। সাউথ মালদা কলেজ ক্রীড়া বিভাগের অধ্যাপক ইকবাল আহমেদ জানান, আমি আশা রাখছি আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা আরও ভালো খেলবে।বিভিন্ন জেলা সহ রাজ্য স্তরে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা খেলাধুলা করুক ও কলেজের মুখ উজ্জ্বল করুক। তিনি আরও বলেন, এদিনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আমাদের সকল শিক্ষক শিক্ষিকা সর্বদা পাশে থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

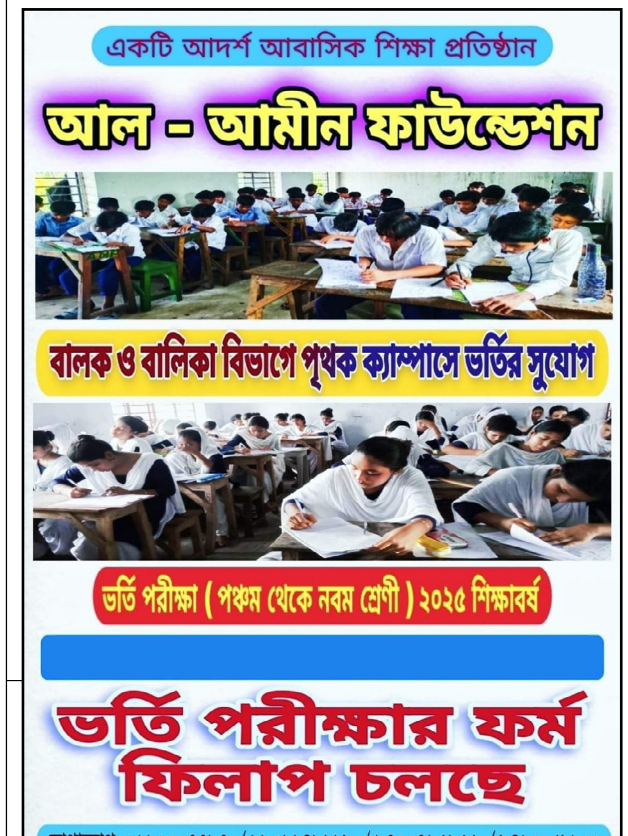

ইসলামিক আদর্শে আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষার সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
মদিনা মিশন
মদিনা নগর চৌহাটি মুসলিমপাড়া রোড, পোঃ- চৌহাটি, থানা- সোনারপুর
কোলকাতা- ৭০০১৪৯
Mob.: 9830401057
Govt. Regd No.- 1033/00241
Email: madinamission949@gmail.com
২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি
সীমিত সংখ্যক আসনে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে স্পট টেস্টের মাধ্যমে ভর্তি চলছে।
ঃঃঃ আমাদের পরিষেবা ঃঃ
- তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের এবং পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুসারে পড়ানো হয়। হোস্টেলের সুব্যবস্থা আছে। আবাসিক ছাত্রদের দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদ্বারা মণিটরিং করানো হয়।
- আরবি বিভাগ- আবাসিক ছাত্রদের ১০-১২ বছরের ছাত্রদের হাফেজী এবং মাওলানা কাফিয়া পর্যন্ত শিক্ষার পাশাপাশি জেনারেল শিক্ষা প্রদান করা হয়।
- গরিব এতিম ছাত্রদের বিনামূল্যে রাখা হয়। এতিম শিশুদের আধুনিক ও দ্বিনি শিক্ষার অতুলনীয় আশ্রয়কেন্দ্র। যার নাম মদিনা মিশন।

সভাপতি- মুফতি লিয়াকাত সাহেব
সহ-সভাপতি- ইনতাজ আলি শাহ (প্রাক্তন বিচারপতি)
হাজি ইউসুফ মোল্লা, মাস্টার আবুল্লাহ সর্দার, মাস্টার আব্দুল বাসার
সম্পাদক- ইমাম হোসেন সেখ
সহ-সম্পাদক- আব্দুর রহমান, সৈয়দ রহমাতুল্লাহ
প্রধান শিক্ষিকা- সাবিনা সেখ
পথ নির্দেশ- শিয়ালদহ ক্যানিং, লক্ষীকান্তপুর, ডায়মণ্ডহারবার ট্রেনে করিয়া মল্লিকপুর স্টেশন হইতে টোটো কিংবা রিক্সা করে মদিনা মিশন দঃ চৌহাটি হাঁটাপথ ২০মিনিট।

বিধান শিশু উদ্যানে মহাসমারোহে মুক্তাঙ্গন প্রতিযোগিতা হল

পারিজাত মোল্লা ● উল্টোডাঙ্গা

আপনজন: রবিবার কলকাতার উল্টোডাঙ্গা সংলগ্ন বিধান শিশু উদ্যানে হলো বৃহৎ বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। বিধান শিশু উদ্যানের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রানপুরুষ জননেতা অতুল্য ঘোষ ১৯৭৭ সালে প্রথম আয়োজন করেছিলেন এই প্রতিযোগিতার। সেই থেকেই নিয়মিত এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম রবিবারে। তবে করোনাকালে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। এবারের ৪৬ তম বছরে অঙ্কন বিভাগে প্রতিযোগীর সংখ্য ছিল আট শতাধিক এবং আবৃত্তিতে প্রায় দু'শ। সব মিলিয়ে ৯০ জনকে বিশেষ পারদর্শীতার জন্য পুরষ্কৃত করা হয়। বিধান শিশু উদ্যান পরিচালিত এই প্রতিযোগিতার ঐতিহ্য মেনে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর হাতে পুরষ্কার তুলে দেওয়া হয় প্রত্যেকের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়।এ বছর প্রতিযোগীদের কোনো প্রবেশ মূল্য ছিল না।*সফল প্রতিযোগীদের পুরষ্কার হিসেবে শুধুমাত্র বই দেওয়া হয়েছে।বাচ্চাদের মধ্যে যাতে কম বয়স থেকেই বই পড়ার অভ্যাস গড়ে ওঠে সেই জন্য এই নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন অতুল্য ঘোষ। এই ধারা এখনও বজায় রেখে চলেছে বিধান শিশু উদ্যান।

রাজনৈতিক পরিবর্তন ও গ্রাম বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে সিপিআইএম'র ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন ● ডালখোলা

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক পরিবর্তন ও গ্রাম বাংলার মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-এর ২৮ তম জেলা সম্মেলনের অংশ হিসেবে পুরুষ ফুটবল টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছে করণদিঘী ব্লকের রাহাতপুর হাই মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে। শনিবার অনুষ্ঠিত এই সেমিফাইনালে উত্তেজনাপূর্ণ খেলা উপভোগ করেন এলাকার হাজারো দর্শক।
সিপিআইএম সূত্রে জানা গেছে, সুব্রত মুখার্জি চ্যাম্পিয়ন ট্রফি এবং কমরেড বিভূতি ভট্টাচার্য রানার্স আপ ট্রফি সহ এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা আগামী ৬ তারিখে ডালখোলা কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে চূড়ান্ত চ্যাম্পিয়ন দল ঘোষণা করা হবে।
সিপিআইএম নেতৃত্ব এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি, যুবকদের উৎসাহিত করার এবং দলের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলির প্রতি জনগণের আগ্রহ তৈরি করতে চাইছেন।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**